

লাকানীয় আঙ্কিক বিন্যাস, রিয়াল এবং পরিশেষে... আধুনিক সাহিত্য

অর্ক চট্টোপাধ্যায়

লাকানীয় মনঃসমীক্ষণ এবং সাহিত্যের ভিতরকার সম্পর্ক নিয়ে ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে যে অনেকানেক লেখালিখি হয়েছে সেগুলির মধ্যে জাক লঁকার প্রতর্কে আঙ্কিক বিন্যাসকে (mathematical formalization) সেতুবন্ধ হিসাবে ব্যবহার করে মনঃসমীক্ষণ এবং সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা বিশেষ হয়নি। এর এক সহজে-অনুমেয় কারণ হল অঙ্ক আর সাহিত্যকে পরস্পরের বিপরীতধর্মী মনে করার প্রবণতা। তবে শেষ কয়েক বছরে বেশ কিছু সাহিত্য-সমালোচনার কাজে আস্তে আস্তে এই বিপ্রতীপতার ভ্রান্তি অতিক্রম করে সাহিত্য-অঙ্ককে একত্র করার চেষ্টা হয়েছে। আমার সমসময়ের এমন কয়েকটি কাজ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল, যেমন উইলিয়াম ব্লকের *The Unimaginable Mathematics of Borges' Library of Babel* (২০০৮), নিনা এঙ্গেলহার্টের *Modernism, Fiction and Mathematics* (২০১৮) এবং বেইলি ব্রিটসের *Literary Infinities* (২০১৮)। এই বইগুলিতে অবশ্য সাহিত্যের আধারে লঁকা বা মনঃসমীক্ষণকে কেন্দ্র করে আঙ্কিক দর্শনের প্রশ্ন আসেনি। লাকানীয় মনঃসমীক্ষণ সাহিত্য-অঙ্কের আধুনিকতাবাদী সেতুবন্ধেও অনুপস্থিত ছিল। আর সেটাই আমার গবেষণার পাথেয় হয়। অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ন সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৬ সালে শেষ করা আমার ডক্টরাল সন্দর্ভের বিষয় ছিল এরকম। আইরিশ নোবেলজয়ী সাহিত্যিক স্যামুয়েল বেকেটকে অবলম্বন করে ইউরোপের বিংশ শতকের আধুনিকতাবাদী সাহিত্যের মধ্যে আঙ্কিক গঠনতন্ত্রের প্রতি বোঁক এবং লাকানীয় মনঃসমীক্ষণে আঙ্কিক বিন্যাসের দার্শনিক তাৎপর্য—এই দুইয়ের এক সমান্তরাল পাঠ ছিল সেই সন্দর্ভ। কেন আধুনিকতাবাদী সাহিত্য আঙ্কিক প্রতর্কে আগ্রহী? কেন লঁকা মনঃসমীক্ষণে আঙ্কিক প্রতর্ক ব্যবহার করেন? এই দুইয়ের মধ্যে দিয়ে অঙ্কের দর্শনের সঙ্গে আধুনিকতার কী ধরনের সম্পর্ক বিরচিত হয়?—এরকম নানা প্রশ্ন ছিল সে সন্দর্ভে। ২০১৯ সালে সেই সন্দর্ভকে আকর করে একটি গ্রন্থ গড়ে ওঠে। বুমসবেরি প্রকাশনী থেকে বের হওয়া বইটির নাম দিয়েছিলাম, *Beckett, Lacan and the Mathematical Writing of the Real*.

বইটিতে বেকেট ও লাকানীয় মনঃসমীক্ষণের বিষয়কে কেন্দ্রে রেখে আমার বাচন (discourse) বেশ খানিক সম্প্রসারিত করেছিলাম মানববিদ্যার দিক থেকে অঙ্ককে দেখার দৃষ্টিকোণ এবং সেখানে লাকানীয় প্রতর্কের প্রয়োজনীয়তার ব্যপারে। সাহিত্যে আঙ্কিক ফর্ম বা বিন্যাসকে ধরার জন্য কেন মনঃসমীক্ষণ প্রয়োজন? কারণ সাহিত্যে অঙ্কের আকার নিরাবেগ নয়। মানুষের শরীরে অনুভূতি লিখিত হয় আঙ্কিক রূপে আর সেই ধরতাই উঠে আসে

সাহিত্যে। এই গাঠনিক লিখনকে ধারণ করতে মনঃসমীক্ষণের আঙ্গিক বিন্যাস উদ্ধার করতে হয় কারণ অঙ্ক এখানে মানবীয়। এই লেখায় এই প্রশ্নকে তুলে ধরতে চেষ্টা করবো, তবে বৃহত্তর এক ক্যানভাস থেকে।

কেন উঠে আসে অঙ্ক মনঃসমীক্ষণের পরিসরে? লাঁকা কি হঠাৎ একদিন অঙ্ক আমদানি করেন তাঁর চর্চায় নাকি এর বীজ উপ্ত ছিল সিগমুণ্ড ফ্রয়েডে? অঙ্ক আদৌ কেন প্রাসঙ্গিক হয় অবচেতন মনের আলোচনায়? আঙ্গিক বিন্যাসের দার্শনিকতা কী লাকানীয় মনঃসমীক্ষণের ক্ষেত্রে? ফ্রয়েড, লাঁকা ছাড়া ব্রিটিশ মনোবিশ্লেষক উইলফ্রেড বিওন তাঁর লেখায় মনঃসমীক্ষণ পড়ানোর জন্য আঙ্গিক বিন্যাসের ব্যবহার করেছেন। এ'প্রসঙ্গে তাঁর 'প্রিড'-এর ধারণাটি উল্লেখ্য। এছাড়া কিছুটা লাঁকার মতো কিন্তু অন্যার্থে চিলির মনঃসমীক্ষক ইগ্নাসিও ম্যাটে ব্ল্যাংকো অবচেতন মনের পন্থাপদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সেট থিওরির উদ্বেক ঘটান। ওঁর মতে, অবচেতন মন 'infinite set' এর মতো কাজ করে। মনোবিশ্লেষণে অঙ্কের পর্যালোচনা সেরে তারপর আমরা সাহিত্যে, বিশেষত আধুনিকতাবাদী নিরীক্ষামূলক ইউরোপীয় সাহিত্যে আঙ্গিক বিন্যাসের কথা বলবো। সাহিত্যে এই আঙ্গিক বিন্যাসের তাৎপর্য কী? কেন মানুষ সংখ্যা গানে তার বিষন্নতম বিপন্নতার মুহূর্তে? কেমন হয় সেই বিচলিত গণনা যাকে বলা হয় 'psychic counting'? স্থান, কাল এবং আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা বস্তুর মধ্যে দিয়ে কীভাবে বিন্যস্ত হয় সংখ্যা এবং আঙ্গিক আকার? মানুষের চলমান শরীরকে কি একটি গাণিতিক আকার বলে ভাবা যায়? মানুষ কীভাবে সংখ্যার সঙ্গে সখ্য করে? অনুভূতির শারীরিক লিখনে আঙ্গিক বিন্যাস কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে? সাহিত্য জবাব না দিলেও সাড়া দেবে এসব প্রশ্নে।

১. ফ্রয়েড : গণিত ও যুক্তির পরিসর

ফ্রয়েড দিয়ে শুরু করা যাক। একথা ঠিক যে ওঁর লেখায় আঙ্গিক প্রতর্কের প্রাচুর্য নেই। অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিশাস্ত্রের কথা রয়েছে, রয়েছে সংখ্যা-স্বপ্নের কথা। আমরা ফ্রয়েডীয় বীক্ষায় গাণিতিকতার কী দার্শনিক তাৎপর্য থাকতে পারে এই প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ করে পরবর্তীতে লাঁকায় প্রবেশ করবো। ১৯০১ সালে প্রকাশিত 'On Dreams' এর এক জায়গায় ফ্রয়েড লিখছেন :
A calculation in the dream-content signifies nothing more than that there is a calculation in the dream-thoughts; but while the latter is always rational, a dream calculation may produce the wildest results if its factors are condensed or if its mathematical operators are displaced onto other material. (১০৮২)

উদ্ধৃত এই অংশে ফ্রয়েড গাণিতিক স্বপ্নের কথা বলছেন। লক্ষণীয় হল উনি একদিকে গণিত এবং গাণিতিক জ্ঞানকে যৌক্তিকতা তথা 'rationality'র সঙ্গে একার্থক মনে করছেন; আবার অন্যদিকে অবচেতন পরিসরে 'dream-content'-এ প্রবিষ্ট হবার পর ঐ গাণিতিক উপাদান আর 'rational' নাও থাকতে পারে, একথা স্বীকার করছেন। অবচেতন মন কি তবে বদলে দিতে পারে অঙ্কের আকার? তার যাত্রা কি তবে যুক্তিকে অযুক্তির দিকে নিয়ে যাবার মধ্যে? স্বপ্ন ফ্রয়েডের কাছে অবচেতন মনের অন্যতম প্রকাশমাধ্যম। আর সেই স্বপ্নে যদি

কোনো গাণিতিক উপাদান থাকে তবে কি অবচেতন অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তাকে যুক্ত তথা অন্যান্য বিষয়ে তাকে স্থানান্তরিত করে তার স্বরূপ পরিবর্তন করে দিতে পারে? তখন কি আর সে-অঙ্ক অঙ্ক থাকে? সে-গণিত কি আর তখন যুক্তিবাদের তোয়াক্কা করে? এখানে আমরা মুখোমুখি হই গুরুত্বপূর্ণ এক প্রশ্নের। একারণেই গণিতের দর্শন বিশেষ এক প্রাসঙ্গিকতা পায় মনঃসমীক্ষণে। মনঃসমীক্ষণে গণিত আর যুক্তিবাদের মধ্যে এক দূরত্ব তৈরি হয়। অবচেতনের গণিত অযৌক্তিক নয়। তার নিজস্ব এক যুক্তি রয়েছে। যেমন ক্লিনিকে আসা বক্তার ফ্রি-আসোসিয়েশনের মধ্যে এক ধরনের যুক্তি থাকে। কিন্তু ভাষার এই গাণিতিক যুক্তি বা অ-যুক্তি যুক্তিবাদী (rationalist) নয়।

১৯০৭ সালে প্রকাশিত জেনসেনের প্রাদিভা উপন্যাস বিষয়ক গ্রন্থে ফ্রয়েড একটি মজার ঘটনার উল্লেখ করেন যেখানে মনঃসমীক্ষণ এবং গণিতের আরেক ধরনের সম্পর্কের ইঙ্গিত মেলে। ফ্রয়েড বলেন ফরাসী দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশোর কথা, যাকে এক সুন্দরী বলেছিলেন মহিলাদের কথা না ভেবে অঙ্কে মন দিতে। এই সূত্রে ফ্রয়েড জানান যে সাধারণভাবে অঙ্কে যৌনতার থেকে শতহস্তে দূর মনে করা হয় : “Mathematics enjoys the greatest reputation as a diversion from sexuality” (১৮৩৮)। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, এক্ষেত্রে গণিতও যৌনতার থেকে দূরত্ব তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। রুশো অঙ্ক করতে গিয়ে এমন কয়েকটি বাক্য লেখেন যার ভিতরকার যৌনার্থ সম্পর্কে লেখবার পর পড়তে গিয়ে তিনি নিজেই সচেতন হয়ে পড়েন। বাক্যগুলি হল “Two bodies come together, one with a speed of ... etc” এবং “On a cylinder, the diameter of whose surface is m, describe a cone, etc...” পাটিগণিত এবং জ্যামিতির কিছু সহজ সমস্যার সমাধান করতে পারছিলেন না রুশো। অদ্ভুত এক আশঙ্কা কবলিত করছিল তাঁকে। তারপর তিনি নিজের গাণিতিক লিখনের যৌন তাৎপর্যের কথা বুঝতে পারেন। ফ্রয়েড লিখছেন যে রুশো এরপর গণিত থেকে বিরতি নেন কারণ তাঁর মনে হচ্ছিল অঙ্ক তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এই ঘটনার উল্লেখ থেকে শিক্ষণীয় হল গণিত এবং অবচেতন যৌনতার এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যতই মনে হোক গণিত আর অবচেতনের যৌনচিন্তার মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না, আসলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক থাকাটা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। তবে কি চিন্তামাত্রেরই তার এক গাণিতিক সুরাস্তর থাকে? ভাষামাত্রেরই কি তার কোনো গাণিতিক অবয়ব থাকতে পারে?

মানববিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা গণিতকে গণিতজ্ঞের থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে চাইছি। মানববিদ্যার নিরিখে গণিতকে দার্শনিকভাবে দেখার এটাই মূল জায়গা। একে স্টিভেন কনার বলেছেন ‘vernacular mathematics’। অর্থাৎ গণিত শুধু গণিতজ্ঞের নয়। গণিত আমার, আপনার, সবার। গণিত এক মানবীয় সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ। বিশেষত মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে এই সর্বসাধারণের গণিতের তাৎপর্য প্রকট হয় ফ্রয়েডের অবসেশনাল নিউরোসিস নিয়ে একটি লেখায় যেখানে তিনি বলেন এক অবসেশনাল ব্যক্তির কথা যে আকাশে বিদ্যুতের চমক দেখা আর তার শব্দ শুনতে পাবার মাঝের সময় জুড়ে ৪০ থেকে ৫০ অঙ্গি সংখ্যা শুনতে বাধ্য বোধ করত। ফ্রয়েডের মতে,

লোকটির ফ্রি এ্যাসোসিয়েশন থেকে বোঝা যায় সে গুনতে শুরু করত মৃত্যু ভয় রোধ করতে। বিদ্যুৎ চমকানোর দৃশ্য দেখলেই তার ভয় হত, কেউ না কেউ মারা যাবে। সেই ভয়ে সে গণিতের দ্বারস্থ হত কিন্তু প্রশ্ন হল কেন? কি আছে সংখ্যার শরীরে যা অবচেতন মনে আশঙ্কার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে?

ফ্রয়েড আরেকটি কেসের কথা বলতে গিয়ে এই লক্ষণটির নাম দেন 'obsessional arithmomania'। একজন মহিলা আশঙ্কামূলক চিন্তা থেকে নিজেকে বিরত করার জন্য সিঁড়ির সংখ্যা, মেঝের বোর্ডের সংখ্যা গুনতেন। তবে গণিত তথা সংখ্যাকে ত্রাতা ভেবে নেওয়ার মানে হয়না। সংখ্যা আর আশঙ্কার মধ্যকার সম্পর্ক জটিল। এই মহিলার কেসের কথা বলতে গিয়েই ফ্রয়েড বলেন এক ধরনের 'reinstatement' এর কথা। অর্থাৎ মহিলার গণনা নিজেই আরেকটি অবসেশনে পরিণত হয়। আশঙ্কা আর সংখ্যার দোলাচল থেকে নতুন এক শব্দ, 'আসংখ্যা' তৈরি করা যাক। প্রশ্ন হল, বাধ্যতামূলক দৃশ্চিন্তা রোধ করতে মানুষ শব্দ না খুঁজে সংখ্যার খোঁজ করে কেন? শব্দের কাছে কী নেই যা সংখ্যায় খোঁজে মানুষ? কেন শব্দের তুলনায় সংখ্যা বেশি শান্তিপ্রদ মনে হয় তার কাছে? এর কারণ কি এমন হতে পারে যে শব্দের মধ্যে বহু অর্থের যেসব সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে তাতে চিন্তার আশঙ্কাজনক বিস্তার ঘটতে পারে আর ঠিক এই অর্থ-সম্প্রসারণ-সম্ভাবনা সংখ্যার শরীরে থাকে না? সংখ্যা আমার জীবনের, আমার জগতের কেউ নয় বলেই কি তার মাধ্যমে নিরসন হতে পারে আমার আশঙ্কার? আশঙ্কার মধ্যে অর্থ-বিস্তৃতির যে আশঙ্কা থাকে, তা সংখ্যার মধ্যে থাকে না। সংখ্যাদের অর্থহীন বলছি না কিন্তু একেবারেই। তাদের মধ্যে অর্থ একভাবে স্থিরীকৃত (static) হয়, যার ফলে ভাষার দ্ব্যর্থকতা এবং অনেকার্থকতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ভাষা নির্বিশেষে, ১ মানে ১, ২ মানে ২, আর ১ আর ২ যোগ করলে ৩ হয়। হয়ত এভাবেই আশঙ্কাপূর্ণ মনে শান্তি আনে সংখ্যার একার্থতা। কিন্তু সমস্যা হল এই একার্থতা নিজেই আরেক অবসেশন হয়ে উঠতে পারে।

Psychopathology of Everyday Life গ্রন্থেও প্রাত্যহিক জীবনে সংখ্যার ব্যবহারের নানা দৃষ্টান্ত উঠে আসে যা থেকে স্পষ্ট হয় বিশেষ বিশেষ সংখ্যা কীভাবে আমাদের অবদমিত চিন্তাকে ধারণ করে থাকে আর তাই সহসা প্রকটিত হয় দৈনন্দিনে। একটি ছেলে তার মাকে যে কোনো একটা সংখ্যা বলতে বললে সে বলে ৭৯। ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করে এই সংখ্যাটা বললে তার কী মনে পড়ছে? মা বলে আগেরদিন সে একটি সুন্দর হ্যাট কিনেছিল, তার কথা মনে পড়ছে। পরে জানা যায় হ্যাটের দাম ছিল ১৫৮ যাকে ২ দিয়ে ভাগ করলে হয় ৭৯। অবশ্যই মহিলা সচেতনভাবে সংখ্যাটি বলেননি। কিন্তু তাঁর অবচেতন মনে এই গাণিতিক যুক্তি একভাবে কাজ করছিল। হয়ত-মহিলা চাইছিলেন হ্যাটটির দাম কমে অর্ধেক হয়ে যাক আর তাই ৭৯ সংখ্যাটা ওঁর মাথায় এসেছিল। আমাদের যখন হঠাৎ করে কোনো সংখ্যা মনে পড়ে, বা বারবার একই সংখ্যা চোখের সামনে চলে আসে আমরা অনেকসময় সেই সব সংখ্যার মধ্যে ম্যাজিক দেখতে পাই, দেখতে পাই কুসংস্কার। ফ্রয়েড এবং মনঃসমীক্ষণ এই জায়গায় প্রতীকী দ্যোতনা নয়, অবচেতন মনের বিষয়ীগত অর্থ খোঁজে। ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নে

দেখা সংখ্যা বা স্বপ্নে করা গণনা আসলে স্বপ্নে করা নয়। স্বপ্ন অবচেতন চিন্তার মধ্যে উপস্থিত ঐ সংখ্যা কিম্বা গণনাকে শুধুমাত্র এক আকার দেয় :

[...] the dream-work does not in fact carry out any calculations at all, whether correctly or incorrectly; it merely throws into the *form* of a calculation, numbers which are present in the dream-thoughts and can serve as allusions to matter that cannot be represented any other way. (৮৭২)

এই উদ্ধৃতির দুটি দিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত অবচেতন মন গাণিতিক অবয়ব (form) সৃষ্টি করতে পারে আর দ্বিতীয়ত সংখ্যার মাধ্যমে এমন কিছু বিষয় দর্শানো যায় যা তাছাড়া অন্য কোনোভাবে ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। পরবর্তীতে আমরা দেখব এই দুটি দিকই লাঁকার রিয়াল আনকনশাসের গাণিতিক ধারণা নির্মাণে জরুরী হয়ে উঠবে। ফর্ম মাত্রই তা গাণিতিক এবং গণিতের ভাষা মানবভাষায় যা বলা যায়না, তাকে একভাবে সূচিত করতে পারে—এই দুই প্রত্যয় লাঁকার গাণিতিক ভাবনার আকর।

লাঁকার আলোচনায় যাবার আগে ফ্রয়েডের যুক্তিশাস্ত্র বিষয়ক একটি বয়ানের উল্লেখ করতে চাই কারণ লাকানীয় গণিত চিন্তায় সেই বয়ানের প্রভাব রয়েছে। *The Interpretation of Dreams* গ্রন্থে ফ্রয়েড লেখেন অবচেতন, বিরোধিতা (contradiction) বোঝে না যার অর্থ হল অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিতে যাকে বলা হয়েছে ‘law of non-contradiction’ তা অবচেতন মনে কাজ করে না। ফ্রয়েডের এহেন মন্তব্যের কারণ হল অবচেতন স্বপ্নে আমরা প্রায়শই আত্ম-বিরোধী এবং অসম্ভব নানা ঘটনা ঘটতে দেখি। এর সঙ্গে ভারতীয় মনঃসমীক্ষক গিরীন্দ্রশেখর বসুর বিপরীত চিন্তার তত্ত্বের মিল রয়েছে। স্বপ্নে আমরা একই মানুষকে জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতেই দেখতে পারি। স্বপ্নে দেখা সময় একই সঙ্গে সকাল ও বিকেল হতে পারে। স্বপ্নে শোনা কথা একসঙ্গে জোরে এবং আস্তে বলা হতে পারে। অর্থাৎ স্বপ্ন ‘না’ বলতে পারে না : “dreams have no means of expressing the relation of a contradiction, a contrary, or a ‘no’” (৭৯৬)। পরে আত্ম-সংশোধন করে ফ্রয়েড বলেন যে স্বপ্ন না বলতে পারে না, তা নয়; বরং সে হ্যাঁ আর না একসঙ্গে বলতে পারে কারণ সে সরলরৈখিক বিরোধিতার যুক্তি মানে না। স্বপ্নের চিন্তা আর তার প্রকাশ্য রূপের মধ্যে বিরোধ থাকলেও সে বিরোধকে বিরোধ বলে তুলে ধরে না। সে অসম্ভবকে অসম্ভব হিসাবে নয়, সম্ভব হিসাবেই উপস্থাপন করে :

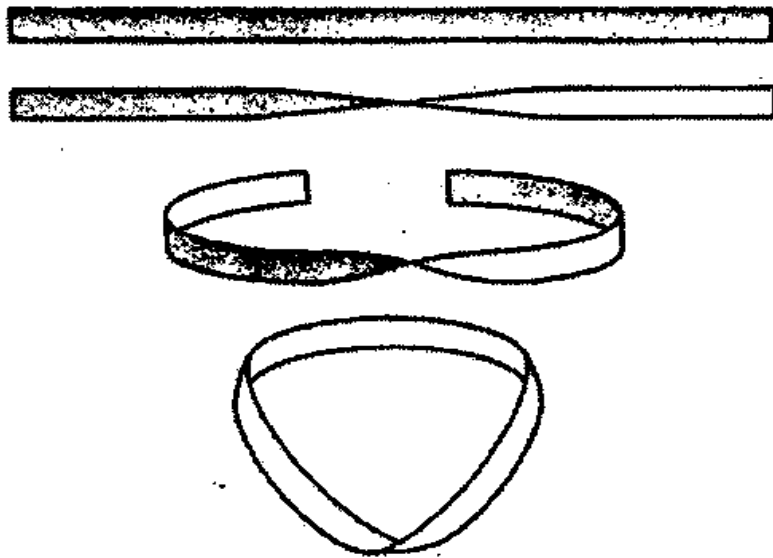
Thoughts which are mutually contradictory make no attempt to do away with each other, but persist side by side. They often combine to form condensations, just as though there were no contradictions between them. (১০২৩)

স্বপ্নের যুক্তি ‘either-or’-এর নয়, বরং সে যুক্তি ‘both-and’-এর। স্বপ্নে যুক্তি কাজ করে না তা নয়। স্বপ্নে যে যুক্তি কাজ করে তা একরৈখিক নয়, বহুরৈখিক। এই যুক্তি যুক্তিবাদী নয় কিন্তু এর নিজস্ব এক গাণিতিকতা রয়েছে। ফ্রয়েড অবচেতন মনের যুক্তিগুলির মধ্যে উল্লেখ করেন এই “exemption from mutual contradiction”-এর কথা। তিনি আরও

জোরদারভাবে বলেন : “in psycho-analysis opposites imply no contradiction” (৩৩৭৩)। ফ্রয়েডের এই সূত্র অবলম্বনে লাঁকা রিয়ালকে অসম্ভবের যুক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেন আর এই অ-অ্যারিস্টটলীয় বিরোধিতাহীন যুক্তি হয়ে ওঠে ‘science of the real’।

২. লাকানীয় চিন্তায় গাণিতিকতার সূত্রায়ন

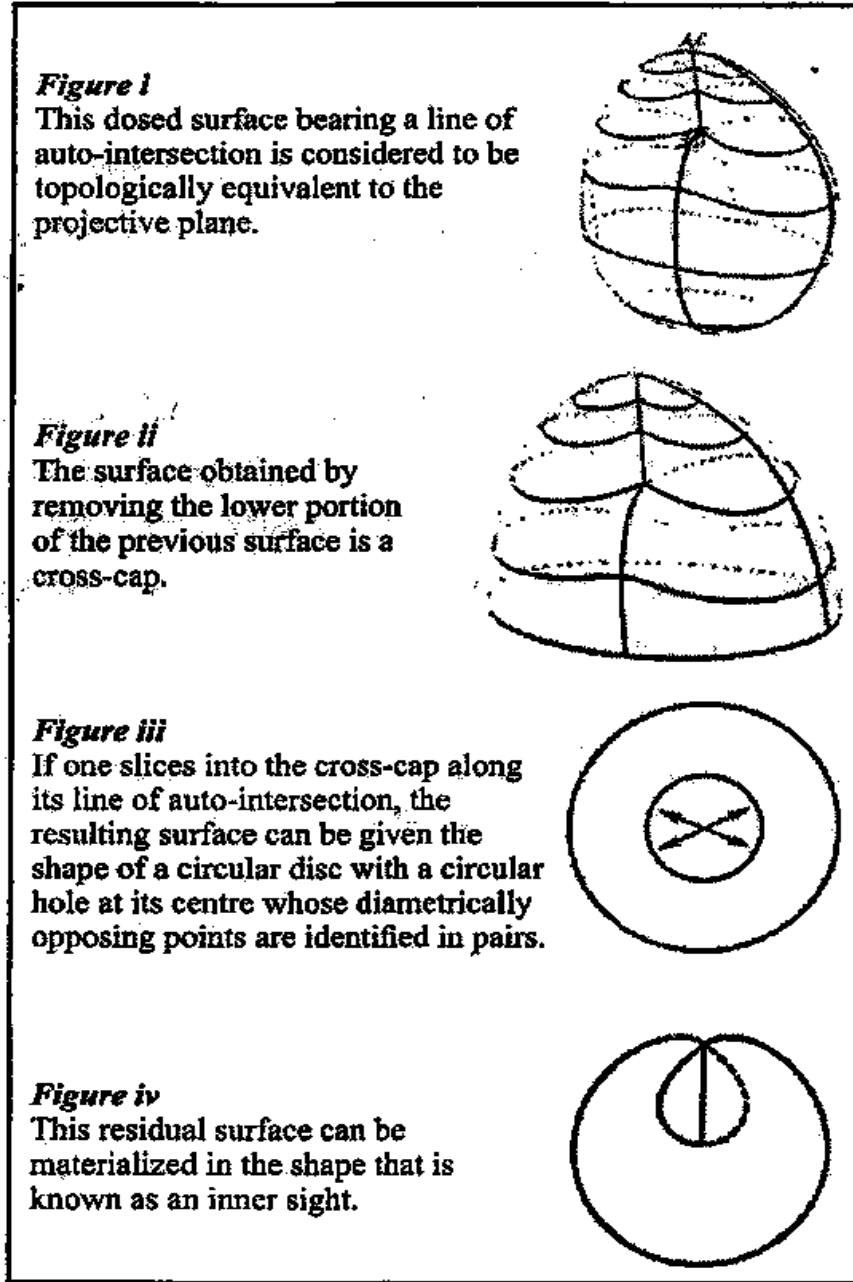
ফ্রয়েড যেমন অবচেতন মনের পরিসরটি চিহ্নিত করতে ‘টপোলজি’র মতো একটি ভৌগোলিক শব্দ ব্যবহার করেন, লাঁকার ক্ষেত্রে তেমন জরুরী হয়ে ওঠে ‘টপোলজি’র মতো গাণিতিক-জ্যামিতিক এক শব্দ। এখানে প্রশ্ন হল অবচেতনের স্থানিকতার। অবচেতন মনকে একটি স্পেস হিসাবে দেখা হলে সেই স্পেসের অবয়ব নির্ণয় করতে দরকার হয় অঙ্কের। আনকনশাস কেমন স্পেস? গভীর (depth) নাকি উপরিতল (surface)? ফ্রয়েড কখনো কখনো মনোগভীরের কথা বললেও লাঁকার কাছে অবচেতন মন একটি সারফেস। অতএব টপোলজি। সারফেস-জিওমেট্রিতে টপোলজি যেমন ‘warped surface’ (বক্টিম এবং বহুরৈখিক ভাঁজবিশিষ্ট উপরিতল) নিয়ে আগ্রহী, লাঁকাও তেমনি ভাষিক অবচেতনকে বহিমুখী হিসাবে দেখাতে চান। এখানে বাহির আর ভিতরের ভেদরেখা মুছে যায়। তৈরি হয় এক ‘extimacy’ (সূত্র : ‘intimacy’)। ভাষা যেমন শরীরের ভিতর থেকে তৈরি হয়ে বাইরে যায়, কথোপকথনের মাধ্যমে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, অবচেতন, যার গঠনতন্ত্র ভাষার মতো (‘structured like a language’), তা আসলে বিষয়ীর (subject) নয়, অপরের বাচন (‘discourse of the Other’)। টপোলজিতে ‘কাট’ আর ‘এজ’ বা প্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি ধারণা। অন্তর যেখানে বাইরে গিয়ে মেশে, সেই প্রান্তরেখায় বিষয়ী আর অপরের মধ্যে কাট হয়ে অবস্থান করে অবচেতন। লাঁকার অবচেতনের ধারণার মধ্যেই রয়েছে এহেন গাঠনিক আঙ্কিক বিন্যাস। তাই মবিয়াস স্ট্রিপ, ক্লাইন বটল, ক্রস ক্যাপ, টরাস ইত্যাদি নানা টপোলজিকাল মডেল দেখা যায় লাঁকার সেমিনারে।



The band / The Möbius strip

(উৎস : লাঁকার দশম সেমিনার)

উপরের ছবিতে, দেখা যাচ্ছে মবিয়াস স্ট্রিপের আউটার আর ইনার সারফেসের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যাহা বাহির তাহাই অন্তর এবং যাহা অন্তর তাহাই বাহির কারণ এটি একটি 'twisted surface'।



The cross-cap and its transformations

(উৎস : লাঁকার দশম সেমিনার)

এই ছবিতে 'ক্রস ক্যাপ' (ফিগার ২) নামক সারফেসের সঙ্গে টরাস (ফিগার ৩) নামক সারফেসের সম্পর্ক চিত্রায়িত হয়েছে। এই টপোলজিকাল মডেলগুলির বৈশিষ্ট্য এমনই যে এদের সহজে মনস্পটের কল্প-চিত্রে পরিণত করা মুশকিল।

লাকানীয় অবচেতনের তিনটি মাত্রা রয়েছে : ইমাজিনারি, সিম্বলিক এবং রিয়াল। প্রথমটি যে কোনো ইমেজের (প্রধানত দৃশ্যচিত্র) পরিসর, দ্বিতীয়টি ভাষার গাঠনিক এবং নিয়মবান্ধা রূপরেখা আর তৃতীয়টি হল যা কিছু ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। লাঁকার চিন্তনে

আক্ষিক দর্শনের প্রথম অবচেতনের এই তিনটি স্তর ছুঁয়ে থাকে। ডায়াগ্রামের দিক থেকে দেখলে জ্যামিতির এক ইমাজিনারি দিক রয়েছে। আবার অঙ্কের বাচনের স্বতন্ত্র এক ভাষার কথা ভাবলে তাকে এক ধরনের সিম্বলিক অর্ডার হিসাবে স্থাপন করতে হয়। কিন্তু আক্ষিক বিন্যাস লাঁকার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ভাষায় অপ্রকাশ্য, অবদমিত রিয়ালের প্রকাশমাধ্যম হিসাবে। ভাষায় যা কিছু বলা যায় না, যা কিছু চিত্রাঙ্কিত হতে পারে না, সেই অসম্ভব রিয়ালের এক-একটি খণ্ডকে কীভাবে ধরা যায় mathematical formalization দিয়ে? অবশ্যই রিয়ালের কোনো সামূহিক প্রতিবিশ্বন সম্ভব নয় সিম্বলিক এবং ইমাজিনারির জোটবন্ধনে কারণ এই জোট অর্থ-কাঠামোর (meaning) সেতু। রিয়াল অর্থহীন। আক্ষিক প্রতর্কের মাধ্যমে বিন্যাসের স্তরে এই রিয়ালের কোনো ভগ্ন-লিখন সম্ভব কিনা জানতে লাঁকা আগ্রহী হন।

রিয়াল ভাষার অর্থ-কাঠামোয় ছিদ্র সৃষ্টি করে। লাঁকা তাঁর অন্তিমপর্বের চিন্তায় ভাষিক অবচেতনের পরিবর্তে এক রিয়াল অবচেতনের দিকে যাত্রা করেন। এই অবচেতন আক্ষিক। অবচেতন মনে আক্ষরিকভাবে এক আক্ষিক লিখন চলতে থাকে। তাই লাঁকা আক্ষিক লিখনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন এই আনকনশাসকে। এর মানে এমন নয় যে ভাষিক অবচেতন সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়; বরং ভাষিক অবচেতন যেখানে ভাষার ছেদবিন্দুতে পৌঁছে যায় সে অভাষিক মুহূর্ত প্রকাশ পায় গাণিতিক রূপাঙ্কনের এই রিয়ালকে অবলম্বন করে। লাঁকার ভাষায় এ হল “topologizing language’s status” (সেমিনার ২০, ১৮)। ভাষার গঠনতন্ত্রকে গাণিতিক সাংকেতিকতায় দেখান অন্তিমপর্বের লাঁকা। আক্ষিক প্রতর্ক লাঁকার কাছে ভাষার উপরিতলে নির্মিত কোনো ‘metalanguage’ নয়। অঙ্ক এক বিশেষ লিখনের ধারণা উপহার দেয় লাকানীয় মনঃসমীক্ষণে যা চলতে থাকে সিগ্নিফায়ার আর সিগ্নিফায়েরের মধ্যকার আক্ষিক বারটির স্তরে। এই বারটিকে লাঁকা বলেন ‘দ্য বার অফ রিপ্রেসন’ :

Indeed, the signifier is first of all that which has a meaning effect (*effet de signifié*), and it is important not to elide the fact that between signifier and meaning effect there is something barred that must be crossed over. (সেমিনার ২০, ১৮)

ভাষায় অবদমিত বিষয়গুলি আক্ষিক লিখনের মাধ্যমে কথা বলে শব্দের ধ্বনি-চিত্র এবং তার মানসচিত্রের মধ্যখানে। ভাষার যেমন অর্থ-কাঠামো রয়েছে তেমন তার ধ্বনি-কাঠামোও রয়েছে। অর্থ আর ধ্বনি যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করে, কখনো কখনো শব্দার্থের বাইরে একটি শব্দ ধ্বনির কারণে অন্য একটি শব্দের উদ্বেক ঘটাতে পারে। একে ইংরেজিতে ‘homophony’ আর বাংলায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ বলে। ভাষার শুদ্ধ ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তর শব্দার্থের বাইরে আরেক ধরনের লিখন চালাতে পারে। এখানে লাঁকা ভাষাবিজ্ঞান থেকে ‘phoneme’ এর ধারণা আমদানি করেন। সিগ্নিফায়ার গাণিতিকতা পায় ধ্বনিতাত্ত্বিক এই শব্দশরীর ‘phoneme’-এ। ‘phoneme’ কিন্তু ‘morpheme’ নয়। অর্থাৎ ‘phoneme’-এর নিজস্ব কোনো অর্থ থাকে না যদিও তা স্বনির্ভর এক ‘sound unit’। সিগ্নিফায়ারের এই বস্তুবৎ গাণিতিক রূপকে [“the essentially localized structure of the signifier”

(এক্রি, ৪১৮)] লঁকা 'letter' বলে সংজ্ঞায়িত করেন। সিগ্নিফায়ার আর সিগ্নিফায়েডের মধ্যকার এই লেটার-লিখন সিম্বলিক নয় কারণ সিগ্নিফায়ার এখানে লেখক নয়। আবার এই লিখন সিগ্নিফায়েডের স্তরে হয়না বলে একে ইমাজিনারি বলা যায় না। এই লিখন রিয়াল। রিয়ালকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে লঁকা বলেন যে রিয়াল হল "impasse of formalization"। গণিতকে যদি আমরা এক ধরনের formalization তথা আবয়বিক লিখন বলি তাহলে গণিত তার ফর্মাল রাইটিঙের সীমানায় এসে তবেই একটুকরো রিয়ালকে ধরে উঠতে পারে :

The real can only be inscribed on the basis of an impasse of formalization. That is why I thought I could provide a model of it using mathematical formalization, in as much as it is the most advanced elaboration we have by which to produce signifierness. The mathematical formalization of signifierness runs counter to meaning. I almost said "*à contre-sens*". In our times, philosophers of mathematics say "it means nothing" concerning mathematics, even when they are mathematicians themselves, like Russell. (সেমিনার ২০, ৯৩)

এই 'signifierness' কে সিগ্নিফায়ারের বডি বা শব্দশরীর তথা লেটার বলা চলে। আঙ্কিক প্রতর্কের এই বস্তুবৎ চরিত্র ভাবার অর্থ-কাঠামোর বিরুদ্ধে কাজ করে। লঁকা মনঃসমীক্ষণ ছাড়া আরও তিনটি মূলগত প্রতর্কের কথা বলেন যা দিয়ে কোনো না কোনো 'social link' তৈরি হতে পারে : Hysteric's Discourse, University Discourse, Master's Discourse এবং এরপর আরেকটি পঞ্চম প্রতর্ক যুক্ত করেন : Capitalist Discourse। এই প্রত্যেক প্রতর্ককে তিনি গাণিতিক বিন্যাস দিয়ে চিহ্নিত করেন। এই গাণিতিকতার প্রয়োগ মনঃসমীক্ষণের প্রশিক্ষণ তথা transmission এর জন্য। বর্তমান আলোচনায় আমি এই প্রসঙ্গে যাবো না। ফেরা যাক মনঃসমীক্ষণে গাণিতিক বিন্যাসের বিষয়ে।

সেমিনার ২০-র একটি জায়গায় প্রতর্কের গাণিতিকতার প্রসঙ্গে লঁকা বলেন :

To allow for the explanation of the functions of this discourse, I put forward the use of a certain number of letters. First of all, a, which I call "object," but which, nevertheless, is but a letter. Then A, that I make function in that aspect of the proposition that takes only the form of a written formula, and that is produced by mathematical logic. I designate thereby that which is first of all a locus, a place. I called it "the locus of the Other" (*le lieu de l'Autre*). (২৮)

এখানে প্রতর্ক, গাণিতিক যুক্তি, লেটার এবং মনোবিশ্লেষণের ধারণাগুলির সম্পর্ক একভাবে ভেসে ওঠে। অপর (A), ইচ্ছার কারণরূপী বস্তু (*object a*), মুখনিঃসৃত কথা যেভাবে অপরের এক বাসস্থান ["the locus of the Other" {0}] নির্মাণ করে—এই সবকিছু গণিতায়িত হয় প্রতর্কের আকারে। গাণিতিক স্থানিকতার প্রকৃষ্টি আরেকবার উঠে আসে অবচেতন প্রক্রিয়ার নির্দেশিকায়।

লেটার কীভাবে স্পেস নির্মাণ করে? এই প্রসঙ্গে টপোলজি যুক্ত হয় সেট থিওরির সঙ্গে। লাঁকার কাছে একেকটি লেটার একেকটি এসেম্বলাজ :

In what respect can a letter serve to designate a locus? [...] When you open, for example, to the first page of what was finally collected in the form of a definitive edition entitled *Theory of Sets*, bearing the name of a fictitious author, Nicolas Bourbaki, what you see is the putting into play of a certain number of logical signs. One of them designates the function of “place” as such. It is written as a little square. (২৮)

সেট থিওরি শুধু স্থানিকতা নয়, আর একভাবে সংখ্যার প্রশ্নটির সঙ্গে যুক্ত। প্রতিটি সেটের ভেতর একটি ‘empty set’ থাকে তার উপাদান হিসাবে। একটি সেটের কোনো উপাদান না থাকলেও তার ভিতর একটি ‘empty set’ থেকে যায় যার ফলে শূন্যকেও এক বলে ধরা হয়। সেটের এক আর এলিমেন্টের এক আলাদা হয়ে যায়। লাঁকার ফ্রেগে পাঠের সূত্র ধরে পরে আমরা সংখ্যার গাণিতিক প্রশ্নে ফিরবো। কিন্তু লক্ষণীয় হল কীভাবে সেট থিওরির বিভিন্নধর্মী (heterogenous) স্থানিকতা এবং ‘compact space’ থেকে অবচেতন মনের টপোলজি তৈরি করেন লাঁকা।

একই সেমিনারের আরেক জায়গায় তিনি সেট থিওরির লেটার নামক এসেম্বলাজকে ভাষিক অবচেতনের কাছে নিয়ে আসেন। সেট থিওরি এক বিভক্ত একত্ব (divided one) নির্মাণ করতে সক্ষম আর সেখানেই তার উল্লেখযোগ্যতা। শব্দ যখন সিগ্নিফায়ার থেকে লেটারের দিকে বাঁক নেয়, তখন তার গাণিতিকতা তাকে বিভিন্নধর্মী এই একক রূপ প্রদান করে:

Set theory bursts onto the scene by positing the following : let us speak of things as One that are strictly unrelated to each other. Let us put together objects of thought, as they are called, objects of the world, each of which counts as one. Let us assemble these absolutely heterogeneous things, and let us grant ourselves the right to designate the resulting assemblage by a letter. That is how set theory expresses itself at the outset, that theory, for example, that I mentioned last time in relation to Nicolas Bourbaki. You let slip by the fact that I said that the letter designates an assemblage. [...] They are very careful to say that letters designate assemblages. Therein lies their timidity and their error – letters constitute (*font*) assemblages. They don’t designate assemblages, they are assemblages. They are taken as (*comme*) functioning like (*comme*) these assemblages themselves. (৪৭-৪৮)

লাঁকার মতে লেটাররা এসেম্বলাজ তৈরি করে শুধু তাই নয়, তারা গাঠনিকভাবে এবং শারীরিকভাবে নিজেরাই একেকটা এসেম্বলাজ। এখান থেকে লাঁকা তাঁর পূর্ববর্তী ভাষিক অবচেতনের তত্ত্বকে রিয়াল আনকনশাস রূপে গণিতায়িত (mathematize) করেন :

I say that the unconscious is structured like a language. I say like so as not to say—and I come back to this all the time—that the unconscious

is structured by a language. The unconscious is structured like the assemblages in question in set theory, which are like letters. (৪৭-৪৮)

উপরের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় ভাষিক অবচেতনকে অঙ্কের মাধ্যমে অন্য একদিক থেকে দেখেন শেষ পর্বের লাঁকা। ভাষা এখানে গণিতায়িত। শব্দ এখানে আঙ্কিক অঙ্কর : সেট থিওরির এসেম্বলাজ।

এই পর্বের লাঁকার কাছে কথা (speech) হল একপ্রকারের 'body-event'। মানুষ যখন কথা বলে, সেইসব বলা কথা গাণিতিক অঙ্করের মতো লিখিত হয় শরীরের গাণিতিক সারফেসে। তিনি প্রশ্ন করেন :

can't the formalization of mathematical logic, which is based only on writing (*l'écrit*), serve us in the analytic process, in that what invisibly holds (*retient*) bodies is designated therein? (৯৩)

আঙ্কিক প্রতর্কে লিখন স্বয়ম্ভু। অর্থাৎ গণিতের পরিসরে বলা কথার আগে বা বলা কথা ছাড়াও লিখন হতে পারে। লাকানীয় মনঃসমীক্ষণে লিখনের তত্ত্বও এরকম : 'writing without speech'। আঙ্কিক বিন্যাস তাই ক্লিনিকে আসা অ্যানালিসান্ডের কখন-শরীরকে (talking-body) লিখনের এক অ-ভাষিক রিয়াল প্রকাশধারা উপহার দেয়। ভাষা তার শারীরিকতায় গণিত স্পর্শ করে। এই কখন-শরীরের সারফেস টরাসের মতো, যে টরাসের ভিতর আর বাইরের দুই ধরনের কুহরে অবচেতন বিষয়ীকে স্থাপন করেন লাঁকা। টপোলজি ভাষা এবং মানবশরীর—উভয় জুড়ে বিস্তৃত এক আঙ্কিক বিন্যাস।

লাঁকা গণিতের ভাষা থেকে প্লেটোনিক ধারণার মতো 'ম্যাথিম' নামক এক ধারণাকে নিষ্কাশন করেন। ম্যাথিম আর লেটার ভাষার গণিতায়নের দ্যোতক হয়ে থাকে। গণিতের এই প্লেটোনিক ধারণা-শরীর সম্পূর্ণভাবে স্থানান্তরিত হতে পারে ভাবনার বিনিময়ের সময়। এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় অনুবাদ করলেও একটি নামের যেমন কোনো পরিবর্তন হয়না। হিন্দি, ইংরেজি, বাংলা, উর্দু— বিভিন্ন ভাষায় ১ সংখ্যাটিকে উপস্থাপন করতে গেলে নানা শব্দের আশ্রয় নিতে হয় বটে, কিন্তু তাতে ১ সংখ্যার গাণিতিক অর্থের কোনো রূপান্তর হয়না। গণিত এখানেই লাঁকার কাছে জরুরী, কারণ তা 'integral transmission' করতে পারে যা মানুষের কথা (speech) পারেনা। যেমন ধরুন ডব্লিউ জি জেবলড এমন একজন ঔপন্যাসিক যিনি তাঁর উপন্যাসে নানা ফটোগ্রাফ ব্যবহার করেন। এই উপন্যাসগুলি জার্মান থেকে ইংরেজি আর ইংরেজি থেকে বাংলায় দুবার অনুবাদ হয়ে পরিবর্তিত হলেও অপরিবর্তিত থেকে যায় নভেলের শরীরে গেঁথে দেওয়া ঐ ফটোগুলি। এ এক ধরনের গাণিতিক 'integral transmission'। গণিতের বস্তুবৎ চরিত্র এই সামূহিক সঞ্চরণে সহায়তা করে। মানুষের সাধারণ ভাষা (natural language) অনেকাংশে কিন্তু গণিতের ভাষায় একাধিকতার সম্ভাবনা রয়েছে :

The said language - that's the only thing that's new in the term "structure," others do whatever they feel like with it, but what I point out is that - the said language brings with it considerable inertia, which is

seen by comparing its functioning to signs that are called mathematical — “mathemes”—solely because they are integrally transmitted. We haven’t the slightest idea what they mean, but they are transmitted. Nevertheless, they are not transmitted without the help of language, and that’s what makes the whole thing shaky. (সেমিনার ২০,১১০)

এই উদ্ধৃতিতে যেমন গণিতের ভাষার ‘integral transmission’ ক্ষমতার প্রশংসা রয়েছে, তেমন এও বলা হয়েছে যে গণিতের ভাষা একেবারে সাধারণ ভাষা-নিরপেক্ষ হয়ে উঠতে অক্ষম। তাই সে কোনো ‘metalanguage’ নয়। একই সেমিনারের আরেক জায়গায় আমরা পড়ি :

Mathematical formalization is our goal, our ideal. Why? Because it alone is *matheme*, in other words, it alone is capable of being integrally transmitted. Mathematical formalization consists of what is written, but it only subsists if I employ, in presenting it, the language (*langue*) I make use of. Therein lies the objection : no formalization of language is transmissible without the use of language itself. It is in the very act of speaking that I make this formalization, this ideal metalanguage, *ex-sist*. It is in this respect that the symbolic cannot be confused with being—far from it. Rather, it subsists *qua ex-sistence* with respect to the act of speaking (*ex-sistence du dire*). (১১৯)

আগের উদ্ধৃতিটির মতো এখানেও একদিকে গাণিতিক ভাষার সম্পূর্ণ সংরক্ষণসম্ভাবনা ও তৎপ্রসূত একার্থকতা এবং অন্যদিকে গণিতের ভাষা-নির্ভরতার কারণে রিয়ালকে পুরোপুরি ধরতে না পারার অক্ষমতার জবানবন্দী মেলে। এই কুটাভাসকে রিয়ালের কুটাভাস বলা যায়। তাই রিয়াল কখনোই আঙ্কিক বিন্যাস নয়; রিয়াল হল আঙ্কিক বিন্যাসের স্থলনবিন্দু— “*impasse of formalization*”।

অ্যারিস্টটলীয় বাক্য-যুক্তি (propositional logic) পদ্ধতিতে যে তিনটি পস্থা (mode) রয়েছে (necessity, contingency, possibility) তার সঙ্গে লঁকা যোগ করেন চতুর্থ এক পস্থা ‘impossibility’ যা ত্রিভুজকে চতুর্ভুজে পরিণত করে। এই অসম্ভব ক্যাটেগোরির মধ্য দিয়ে ‘contradiction’-কে তিনি যুক্তির অন্তর্গত করেন। ফ্রয়েডে আগেই আমরা দেখেছি, ‘contradiction’ অযৌক্তিক নয়। লঁকা অ্যারিস্টটলীয় পস্থাগুলিকে লিখনের সাথে যুক্ত করে যুক্তি, গণিত এবং তৎসংশ্লিষ্ট লিখনের এক নতুন ধারণা দেন যেখানে অসম্ভব হল রিয়ালের যুক্তি। আর তাই লজিক ‘science of the real’। এই অসম্ভব রিয়ালের লঁকানীয় লিখন-সংজ্ঞা হল “what does not stop not being written” (সেমিনার ২০, ৫৯)। লঁকা এখানে ইনটুইশনিস্ট যুক্তি-কাঠামো ব্যবহার করছেন যেখানে কোনো ‘law of excluded middle’ নেই। তার ফলে দুটি নেতি একটি ইতিতে পরিণত হবে না। অর্থাৎ “does not stop not being, written” কখনোই “stops being written” হয়ে যেতে পারবে না। এই ডাবল-নেগেশনের মাধ্যমেই রিয়াল লিখিত হবে কথায়, ভাষায়, এক অপ্রকাশ্য

প্রকাশরূপে। যা কিছু লেখা যায় না, লেখা হচ্ছে না (“not being written”) তা লেখা কখনোই বন্ধ হয়ে যাবে না (“does not stop”)। এভাবে গণিত এবং যুক্তি, সাধারণ ভাষায় যা বলা যায় না, সেই নেতিকে, নেতিকরণের মাধ্যমে লিখে ফেলতে থাকবে। এই লিখন অসম্ভবের লিখন। এর কোনো শেষ নেই। *সেমিনার ২৫-এ* তাই লাঁকা বলেন :

Mathematics makes reference to the written, to the written as such; and mathematical thought is the fact that one can represent for oneself a writing. What is the link, if not the locus, of the representation of writing? We have the suggestion that the Real does not cease to be written. It is indeed by writing that forcing is produced. The Real is all the same written; for, it must be said, how would the Real appear if it were not written? (*সেমিনার ২৫, ১০/১/১৯৭৮ এর সেশন*)

যেমনটা আগেই বলেছি, আঙ্কিক প্রতর্ক লিখনকেন্দ্রিক। এই লিখনের সূত্র ধরে যুক্তিকে বাঁকিয়ে-টেরিয়ে রিয়ালকে ভাষায় তথা ভাষার সীমানায় নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হয়।

অন্তিমপর্বের লাকানীয় বয়ানে একভাবে ফ্রয়েডের পূর্বোল্লিখিত রুশো প্রসঙ্গ ফিরে আসে। যৌনতা আর অঙ্কের কোনো সম্পর্ক নেই এমনটা নয়, বরং তাদের সম্পর্ক গভীর এবং জটিল। লাঁকার যৌন অ-সম্পর্কের ধারণার সূত্রে রিয়াল এবং গণিত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। লাঁকার মতে যৌনতা একটি ছেদ (pure difference), সে নিজে থেকে কোনো সম্পর্ক তৈরি করতে পারেনা। মানুষ তার ক্যান্টাসি দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে সম্পর্ক নির্মাণ করলেও যৌনতা অ-সম্পর্ক (non-relation) হয়ে থেকে যায় সেই ইমাজিনারি সম্পর্কের পর্দার পিছনে। এই অসম্পর্ক বা ‘non-relation’-এর ধারণার সূত্রে লাঁকা গাণিতিক লিখনের সম্মুখীন হন। ওঁর প্রশ্ন হল, ভাষা দিয়ে কি লেখা যায় ‘sexual relation’? যদি ‘relation’ না লেখা যায় তবে কি আমরা গাণিতিক ফর্ম এবং যুক্তি প্রয়োগ করে অন্তত যৌনতার ‘non-relation’-কে লিখতে পারি? লাঁকা যখন রিয়ালের নেতিকে নেতিমূলক যুক্তির মাধ্যমে অন্তহীনভাবে লিখে যাবার কথা বলেন (“what does not stop not being written”) সেখানে যে রিয়ালটি লিখিত হয় তা হল যৌন অসম্পর্কের রিয়াল :

The “doesn’t stop not being written,” on the contrary, is the impossible, as I define it on the basis of the fact that it cannot in any case be written, and it is with this that I characterize the sexual relationship—the sexual relationship doesn’t stop not being written. (*সেমিনার ২০, ৯৪*)

যে যৌনতাকে ভাষার সিঙ্গলিক অর্ডার বা গণিত কেউই অবিভাজ্য, একীভূত সম্পর্ক হিসাবে লিখে উঠতে পারে না, গাণিতিকতার প্রয়োগে যৌনতার বিয়োজক দিক অসম্ভব ডাবল-নেগেশনের (doesn’t stop not being written) মাধ্যমে লিখিত হয়। লাকানীয় মনঃসমীক্ষণে এ গাণিতিক বিন্যাসের আরেক কার্যকারিতা। গাণিতিক ভাষায় লাঁকা লিখতে চান যৌন-সম্পর্কের অসম্পর্ক হয়ে রয়ে যাবার সাংকেতিক কথকতা। যৌন সম্পর্কের অস্তিত্ব

ভাষায় অপ্রকাশ্য রিয়াল। তাকে লেখা যায় না, তবে তাকে যে লেখা যায়না সেটা অনন্তকাল ধরে লিখে যেতে হয় :

the sexual relationship cannot be written (*ne peut pas s'écrire*). Everything that is written stems from the fact that it will forever be impossible to write, as such, the sexual relationship (সেমিনার ২০,৩৫)।

সেমিনার ২২-এ আমরা পড়ি : what does it mean when I state that there is no sexual relationship? It is to designate a very local point, to manifest the logic of the relation, to mark that R to designate the relation, or to be put between x and y, is to enter here and now into the operation of writing, and that, as regards what is involved in the sexual relationship, it is strictly impossible to write $x R y$, in any way, that no elaboration of the sexual relationship can be made that is logical and at the same time mathematical. (সেমিনার ২২, ১৮/৩/১৯৭৫ এর সেশন)

এক্স আর ওয়াই (ধরা যাক এরা যৌন সম্পর্কের দুই একক : পুরুষ-পুরুষ/ পুরুষ-নারী/ নারী-নারী)-এর মধ্যে আর রিলেশনাল টার্ম হয়েও ঐ দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক লিখে উঠতে পারেনা কারণ আর নিজেই তৃতীয় এক একক হয়ে উঠে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এক্স আর ওয়াইকে। ফ্রেগেডের বর্ণনায় রুশো যেমন বুঝেছিলেন ভাষায় গাণিতিক যুক্তির প্রয়োগের পরিসরেও ভাষা যৌনায়িত হয়ে উঠতে পারে, তেমন লাকানও গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগ করে ভাষায় অপ্রকাশ্য যৌন সম্পর্কের খতিয়ান লিখতে চান। তৈরি করেন 'formulas of sexuation'। তবে এই লেখা যৌন অসম্পর্ক নিয়ে নয়, বরং লাকানীয় মনঃসমীক্ষণে গণিতের নানাবিধ ব্যবহারের দার্শনিক তাৎপর্য নিয়ে (এই বিষয়ে আলোচনা চক্রের প্রথম লাকান ক্রোড়পত্রে অধিতা ঘোষের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। অতএব সেই পথে ফেরা যাক।

গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক গভলব ফ্রেগের *The Foundations of Arithmetic* (১৮৮৪) কে খিরে সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে লাকান, তাঁর ছাত্র জাঁক-আলে মিলের এবং অন্যান্যরা ওঁর দ্বাদশ সেমিনারে যে আলোচনা শুরু করেন, তার ভিতরে-বাইরে, আগে-পরে, লাকানীয় প্রত্যর্কে 'natural whole number series'-এর সূত্রপাত নিয়ে এক তত্ত্বায়ন পাওয়া যায়। এই চিন্তনে আরেকভাবে গণিতের দর্শন এবং রিয়ালের বিষয় ফিরে আসে। ইয়েভিস দ্যুরোর প্রস্তাবনায় শূন্য, ফ্রেগের চিন্তায় এক কন্ট্রাডিকশন সৃষ্টি করে :

the concept equal to zero and not equal to zero is the number zero. [...] Because zero is the object which falls under the concept zero and which at the same time is not equal to zero. In other words contradictory. Therefore the successor operation is generated by a double operation of contradiction in the passage from zero to one. One can say without going too far beyond the field of Frege, that the reduction of the successor operation is carried out by an operation of double contradiction. Zero being given as contradictory, the passage from zero to one is given by the contradictory contradiction. I mean to say that the motor which generates

succession in Frege is purely a negation of 'negation. (সেমিনার ১২, ২৭/১/১৯৬৫ এর সেশন)

ফ্রেগের যুক্তি-পদ্ধতিতে সংখ্যা-বস্তু (number as matter) ও সংখ্যা-ধারণার (number as concept) প্রভেদ ছাড়াও যে বিভাজনটি এখানে স্পষ্ট হয় তা হল নিম্নরূপ : শূন্য বললে ঐ ধারণার বস্তুরূপ হয়ে দেখা দেয় শূন্য নামক এক সংখ্যা। অর্থাৎ শূন্য সমান শূন্য এবং শূন্য সমান এক। এই দুটি বচন একত্রে এক আত্ম-বিরোধ তৈরি করে।

জাঁক-আলে মিলের সংখ্যা-পরম্পরার সূচনাপর্বের এই শূন্য তথা এককে ব্যবহার করে ভাষায় বিষয়ীর অবস্থান সূচিত করেন :

this attempt to reduce, to resolve the function of the whole number in logical language ends up at the following schematised formula exactly in the same way that I show you how, in a way, the subject is transported from signifier to signifier, each signifier representing him for the one that follows: beneath the one, it is the zero that is involved for the series of ones that are going to follow. [...] the discovery of the necessity that the zero, the lack, is the final reason for the function of the whole number, that the one originally represents it, and that the genesis of the dyad is for us very distinct from the Platonic genesis, in that the dyad is already in the one, in so far as the one is what is going to represent the zero for another one. (সেমিনার ১২, ২০/১/১৯৬৫ এর সেশন)

এই ০ যা ১ হয়ে ধরা দেয়, তার কুহর ভাষাঙ্কিত বিষয়ীর ইচ্ছার অভাব (lack) নামক উপাদানের ইঙ্গিতবাহী। মানুষের ইচ্ছার জন্ম হয় অভাব থেকে। ভাষার চলনকে সংখ্যার চলনের সঙ্গে তুলনা করলে ইচ্ছার সঙ্গে অভাবের যে সম্পর্ক দেখা যায় শূন্যের সঙ্গে একেরও তেমনই সম্পর্ক। অভাব থেকে ইচ্ছার জন্ম হয়। শূন্য থেকে একের। শূন্য নিজেই এক হয়ে যায় কিন্তু সংখ্যার পারম্পর্যে সেই এক যুক্ত হতে পারে না। অতিরিক্ত এক ১ হয়ে থেকে যায় সে। অভাবচালিত ইচ্ছাও ভাষা বরাবর এভাবেই অগ্রসর হয়। ইচ্ছাবস্তুর বিভাজনের প্রক্ষেপে সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে :

the object as it is constituted at the level of desire, namely the object in function not of privation but of castration, is the only object that can really be numerical. [...] when I say that it is numerical I mean that it carries number with it as a quality. (সেমিনার ৯, ২০/৬/১৯৬২ এর সেশন)

ইচ্ছাবস্তুর বিভাজন ছেড়ে ০ আর ১ এর প্রশ্নে ফেরা যাক। ০ থেকে ১ কীভাবে আসে? কীভাবে শুরু হয় নাম্বার সিরিজ? আমরা যদি ০কে সংখ্যা হিসাবে গণ্য করি এবং তাকে গণনায় নিয়ে আসি, তবে ৩ পর্বন্ত গুনতে গেলে ০, ১, ২, ৩—এই ৪টি সংখ্যা গুনতে হয়। ৩ এর মধ্যে চার লুকিয়ে থাকে (০, ১, ২, ৩)। শূন্য এইভাবে সংখ্যার প্রেত হয়ে প্রতিটি 'succession function'-এ একটি সংখ্যা থেকে পরবর্তী সংখ্যার উৎপত্তিপথে ফিরে ফিরে আসে। এভাবে শূন্য নিজেই এক হয়ে ওঠে। এই এককে সংযোজন করা না গেলেও এই এক, সংখ্যা থেকে সংখ্যাস্তরে যাবার সময় দুটি সংখ্যার মাঝে যে ফাঁক তৈরি হয়, তার মধ্যে বসে

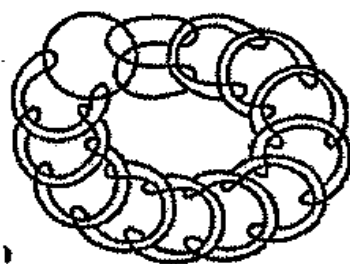
থাকে। এই ফাংশানটিকে লাঁকা বলেন ‘প্লাস ওয়ান’ বা ‘one multiple’। সেমিনার ১৯-এ লাঁকা এই শূন্যকে (যাকে এক হিসাবে গোনা হয়) বলেন ‘signifier of inexistence’। আমরা পড়ি :

the equinumerosity of the concept under which no object falls, in the capacity of inexistence, is always equal to itself. There is no difference between 0 and 0. It was from the angle of this no difference that Frege sought to establish the function of 1. (২০১৮, ৪৬)

এই এক কিন্তু একত্রতার এক নয়, এ বরং বিয়োজনের এক। এই এক স্বয়ং শূন্যের দ্বারা বিভাজিত। এই এক বহু একের এক ‘unary’ সিরিজ তৈরি করে যেখানে ১ থেকে আমরা কিছুতেই ২য়ে যেতে পারিনা, ১-এই আটকে থাকে : (১, ১, ১, ১, ১, ১, ১)। সেমিনার ২০তে লাঁকা এসব এক-কে একের এক ঝাঁক (swarm) বলে নামকরণ করেন। এরা কিন্তু সকলে প্রত্যেকে একা একেকটি এক : “‘There’s such a thing as One’ is to be understood in the sense that there’s One all alone (*il y a de l’Un tout seul*).” (সেমিনার ২০, ১৯৯৮, ৬৭) এই এক একান্তরে অনেক হয় অথচ প্রতিটি এক একা থাকে। এরা গাণিতিকভাবে সংযোজিত হতে পারে না।

এই ‘প্লাস ওয়ান’ এর ফাংশান থেকে আমরা লাঁকার শেষপর্বের গাণিতিক রিয়ালের শেষ সংস্থানটিতে আসবো যা টপোলজিকাল জ্যামিতির নট খিওরিতে প্রবেশ করে। লাঁকা শেষপর্বের সেমিনারগুলিতে (২০-২৬) অবচেতনের তিনটি স্তর—রিয়াল, সিম্বলিক এবং ইমাজিনারিকে এক জ্যামিতিক গ্রন্থির আকারে গ্রন্থিত করতে সচেষ্ট হন। এই গ্রন্থির নাম বরমিয়ান নট এবং এর বিশেষ কিছু জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য একে বেছে নেওয়া হয়।

বরমিয়ো পরিবারের নামাঙ্কিত এই নটের গাণিতিক নাম ব্রনিয়ান লিঙ্ক বা চেইন। অন্তত তিনটি রিং দিয়ে এই গ্রন্থি বানাতে হয়; দুটি দিয়ে বানানো যায়না। এই গ্রন্থি অলিম্পিক গ্রন্থির মত নয় যেখানে প্রথম রিং দ্বিতীয়টির সঙ্গে আর দ্বিতীয় তৃতীয়টির সঙ্গে এককভাবে জড়িত। অর্থাৎ অলিম্পিক রিংয়ের ক্ষেত্রে মাঝের রিং ছাড়া যে কোনো একটি রিংকে অন্যের থেকে বিযুক্ত করলে সমগ্র গ্রন্থিটি বিযুক্ত হয়ে যায় না। এখানেই বরমিয়ান নট আলাদা। গণিতের ভাষায় এঁহল ‘trivial লিঙ্ক’। এই গ্রন্থির নিয়ম হল যে কোনো একটি রিংকে কেটে দিলে সমগ্র গ্রন্থিটি খুলে যাবে। তিন-তিন করে চুলের বিনুনির মতো ‘plait’ (যেখানে ১-২-৩ হয়ে যাবে ৩-২-১) করতে থাকলে ৬, ৯, ১২—এমন করে ‘generalised Borromean chain’ও বানানো যায়।



(generalised Borromean chain, উৎস : সেমিনার ২০)

তবে একটা বিশেষ সংখ্যার বেশি সংখ্যক রিং হয়ে গেলে যে কোনো একটা রিং কাটলে গোটা চেইন ভেঙে পড়ে না। ‘Generalised Borromean’ এর ক্ষেত্রে তাই বলা হয় সর্বনিম্ন সংখ্যক কাটের কথা। তখন অ্যালগরিদমে কিছু পরিবর্তন আসে। বরমিয়ান নটের প্রধান জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য হল তিনটি রিং-এর মধ্যে কোনো ‘one-on-one relation’ না থাকা। অর্থাৎ যে কোনো দুটি রিং একে অপরের ভিতর দিয়ে যায়না। তিনটি রিং এককভাবে একা, অথচ তারা একসঙ্গে। তাদের সম্পর্ক একক নয়, ত্রিবিধ। তারা এক হয়েও সকলে প্রত্যেকে একা—‘ones all alone’।



(সকলে প্রত্যেকে একা—উৎস : সেমিনার ২৩)

এই নটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তার সমানতা (equivalence)। তিনটি রিংকে আলাদা আলাদা রং দিয়ে চিহ্নিত না করলে তাদের আলাদা করে চেনা অসম্ভব। বৃত্ত এবং অন্তর্হীন রেখার সমানতাই হল এই গ্রন্থির নির্মাণবীজ।



(বরমিয়ান নট এবং রেখা-বৃত্তের সমানতা, উৎস : সেমিনার ২৩)

এবার দেখা যাক লাঁকা কেন এই গাণিতিক বিন্যাসটিকে বেছে নিলেন। প্রথমত বরমিয়ান নট একটি গাণিতিক লিখন যেখানে লিখন হয় গাণিতিক গঠনতন্ত্র ব্যবহার করে। এই নটটির তিনটি রিং শুধু রিয়াল-সিম্বলিক-ইমাজিনারি নয়, সমগ্র নটটি লিখনরূপে গাণিতিক এক রিয়াল। তাই লাঁকা সেমিনার ২২-২৩ জুড়ে বারংবার ‘real of the knot’ শব্দ-বন্ধ প্রয়োগ করেন। নটটিতে তিনটি পস্থা কাজ করে : ‘imaginary as consistency,’ ‘symbolic as hole’ and ‘real as ex-sistence’। হাইডেগার অনুপ্রাণিত ভাষায় লাঁকা অস্তিত্বকে ‘ex-sistence’ লেখেন কারণ বরমিয়ান নটের অস্তিত্ব ex-centric— প্রতিটি রিং অন্য রিংটির বাইরে। নটের একটি রিং শুধু রিয়াল নয়, গাণিতিক লিখনের মধ্য দিয়ে বহুবিধ ছিদ্রায়ন ঘটিয়ে নটটি যেভাবে অস্তিত্ব পায় সেই ‘ex-sistence’ নিজেই এক রিয়াল : “The real cannot be just one of those rings of string. It’s the way of presenting them in their linked-up knot that, in and of itself, forms the real of the knot.” (সেমিনার ২৩, ২০১৬, ৮৯)

এই নটটি বেছে নেবার প্রথম কারণ হল গাণিতিক বিন্যাস ব্যবহার করে একরশ্মি রিয়ালকে ধরার চেষ্টা করা—

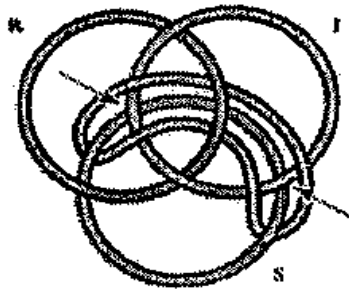
The nature of mathematical language, once it is sufficiently isolated in terms of its requirements of pure demonstration, is such that everything that is put forward there — not so much in the spoken commentary as in the very handling of letters — assumes that if one of the letters doesn't stand up, all the others, due to their arrangement, not only constitute nothing of any validity but disperse. It is in that respect that the Borromean knot is the best metaphor of the fact that we proceed only on the basis of the One. (সেমিনার ২০, ১৯৯৮, ১২৮)

প্রথমত, এই নটের মাধ্যমে এক সংখ্যাটিকে লেখা যায়। কিন্তু এই এক সরল একতার এক নয়। এই এক বিভাজনের এক, অসম্পর্কের এক। দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে যৌন অসম্পর্কের রিয়ালকে স্থাপন করা হয়। যৌন সম্পর্ক না থাকার একটি কারণ হল পরোক্ষতা। কোনো বিষয়ী (subject) তার অপরকে সরাসরি পেতে পারে না। বিষয়ীকে তার অভিপ্রেত অপরের দিকে যেতে হলে তাকে নিজের ইচ্ছাবস্তুর মধ্য দিয়ে অ্যাপ্রোচ করতে হয়। তাই এক্স আর ওয়াইয়ের মাঝে যোগসূত্র না হয়ে সম্পর্কের আর নিজেই তৃতীয় উপাদান হয়ে এক্স আর ওয়াইয়ের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় (xRy)। বরমিয়ান নটে একক সম্পর্ক বলে কিছু হয়না। দুই বলে কোনো রোম্যান্টিক জুটিসুলভ প্রত্যক্ষতার জায়গা নেই এই জ্যামিতিক গঠনে। তাই অন্তত তিনটি রিং লাগে। দুই এখানে ডায়াড হতে পারে না। দুইয়ে আসতে গেলে তিন থেকে দুইয়ে আসতে হবে। তৃতীয় রিং-টি প্রথম আর দ্বিতীয়ের মধ্যকার ফাঁকে ঢুকে টুইস্ট করলে তবেই এই টপোলজিকাল নট তৈরি হওয়া সম্ভব। বরমিয়ান নটের শিক্ষা হল যৌন অসম্পর্কের শিক্ষা। দুটি এককের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এখানে সম্ভব নয়। তৃতীয়ত এবং আরও মজার বিষয় হল ট্রিপল নটটি একবার তৈরি হয়ে গেলে কোন রিং-টি তৃতীয় হয়ে নট তৈরি করেছে তাও বলা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এই তৃতীয়ত্ব (thirdness) নিজেই এক রিয়াল। তাই সে অনির্দেশ। তিনটি রিং-এর মধ্যে যে কোনো একটি রিয়াল, যে কোনো একটি ইমাজিনারি এবং যে কোনো একটি সিম্বলিক হতে পারে। তবে আরও জরুরী হল এই উপলব্ধি যে গ্রন্থি নির্মাণের জ্যামিতিক লিখনের প্রক্রিয়াটি নিজেই এক টুকরো রিয়াল নিয়ে হাজির হয়। তাই 'real of the knot' শব্দ-বন্ধটি ফিরে ফিরে আসে। চতুর্থত, এই নটের সহজ কল্পচিত্র নির্মাণ করা সম্ভব নয়। অলিম্পিক নট কল্পনা করা সহজ। কিন্তু বরমিয়ান নট ইমাজিনারি প্রকল্পের কাছে সহজে হার মানেনা। এভাবে এর আরেক রিয়াল মাত্রা প্রকটিত হয়। পঞ্চমত, এই নটের মধ্য দিয়ে একভাবে প্লাস ওয়ানের ফাংশানটিকে লেখা যায়। যে কোনো একটি রিংকে কেটে দিলে পুরো গিট খুলে যায়। অর্থাৎ এই যে-কোনো-একের এক স্পেশাল কার্যকারিতা আছে। এই যে-কোনো-এক এক হয়েও একাধিককে নিজের ভিতর-বাহিরে ধারণ করে নিতে পারে। এই এক হল 'one-all-alone' এবং 'one-multiple'—

Here there is specified the function of this +1 as such. It is this +1 which ensures that, eliminate that one for example, there is no longer a

chain here, there is no longer a series since from the simple fact of cutting out this one-among-others, all the others, let us say, are freed as ones. It is a way, would I call it material, to make it sensed that 1 is not a number, even though this sequence of numbers is made up of a sequence of ones. By using rings of string, let us say that I am illustrating something that is not unrelated to this sequence of numbers which, as you know, we have the greatest difficulty not to take as a constituent of the Real. Every approach to the Real makes it very difficult not to take account of number. [...] First of all the Real is woven by number. There is in number a consistency which is indeed of a nature that we can say is not natural at all. Since, for me to make you sense that I am tackling this category of the Real in so far as there is something which knots what I am led to give consistency to also—the Imaginary and the Symbolic—how does it happen that this, as I might say, pushes me first of all to use the knot? (সেমিনার ২২, ১৪/১/১৯৭৫ এর সেশন)

এখানে আমরা বরমিয়ান রিয়ালের সঙ্গে সংখ্যার রিয়ালের সেতুবন্ধ লক্ষ করি। লাঁকার ফ্রেগে পাঠ আর বরমিয়ান গ্রন্থিপাঠ পরস্পরের থেকে দূরে নয়। যেমনটা আগেই বলেছি তিন থেকে দুইয়ে আসতে হয়। এই তৃতীয়তা রিয়ালের অপর নাম। তিন না থাকলে দুই হয় না। তিনই দুইকে তৈরি করে, ১ আর ২ জুড়ে। নম্বর-সারণির এই ফ্রেগে-দাগ চোখে পড়ে ১ আর ২ এর মধ্যে ৩ এর থেকে যাওয়ায়। এই উদ্ভূত এক হল ‘zero-as-one’ বা ‘signifier of inexistence’। লাঁকা ত্রিপল থেকে চার-রিং-এর বরমিয়ান নটে যান সেমিনার ২৩-য়ে। চতুর্থ রিং হল সিম্পটম যার রিয়াল রূপটিকে অগ্রাধিকার দিতে প্রাচীন বানানরীতি ধরে লাঁকা লেখেন ‘sinthome’। এই ‘sinthome’ স্থাপিত হয়ে সাইকোসিসের অনির্ভরযোগ্য ‘name-of-the-father’ হয়ে।



(চতুর্থ রিং স্যানটম, উৎস : সেমিনার ২৩)

এই লেখার পরিসরে চতুর্ভূগ গ্রন্থি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা সম্ভব নয় তবে এটুকু দেখাতে চাই যে এখানেও ফ্রেগের প্লাস-ওয়ানের ছায়া রয়েছে। চতুর্থ রিং-টি নিজেও ঐ প্লাস-ওয়ানের আদলেই তৈরি। নিচের দুটি ছবি থেকে স্পষ্ট হয় যে ৪ এখানে কেবলই ৩+১। অর্থাৎ ৩ যেভাবে ‘single buckle’ গঠন করে ১ আর ২কে জুড়েছিল, ঠিক তেমন ৪ ‘double buckle’ গঠন করে ১ আর ২কে জুড়েছে। অর্থাৎ স্যানটম (‘sinthome’) গাণিতিক তৃতীয়তার রিয়াল সূত্রের প্রতি বিশ্বস্ত। ৩এর মধ্যে থেকেই ৪ উঠে আসে ৩এর প্লাস ওয়ান হয়ে।

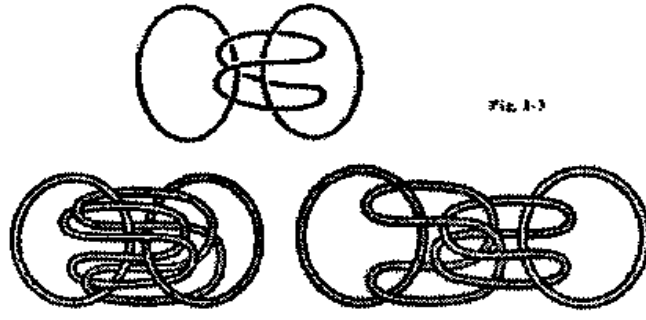


Fig. 1-3

(‘single buckle’ থেকে ‘double buckle’, উৎস : সেমিনার ২৩)

তিনবর্গীয় বরমিয়ান থেকে চতুর্ভূজ বরমিয়ান গ্রন্থিতে যাত্রা তাই আসলে ‘single buckle’ থেকে ‘double buckle’-এ যাওয়া। ৩ হোক আর ৪, তারা দুজনেই ১ আর ২কে জুড়ছে। রিয়ালের ওপর সিঞ্চলিক ধিরে নির্মিত হচ্ছে এই স্যানটম। লাকানীয় মনঃসমীক্ষণে গাণিতিক বিন্যাসের রিয়াল মাত্রার জ্যামিতিক, সংখ্যাাত্ত্বিক এবং লিখনমূলক অবয়বের দিকগুলি দেখার পর এবার আধুনিকতাবাদী সাহিত্যে গাণিতিক বিন্যাসের প্রশ্নের উপর লাকানীয় মনঃসমীক্ষণের গাণিতিক বিন্যাসের প্রেক্ষিত থেকে আলোকপাত করা যাক।

৩. পরিশেষে ... আধুনিক সাহিত্য এবং মনোগণিত

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে উওরোপে যে আধুনিকতাবাদী সাহিত্য তৈরি হয় তা ছিল বহুলাংশেই ফর্ম-মনস্ক। ফর্মাল পরীক্ষা নিরীক্ষা করা ছিল সেই সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যগুলির একটি। ফর্মে আগ্রহ থাকলে আঙ্কিক বিন্যাস দূরবর্তী হতে পারে না। এই নিরীক্ষামূলক সাহিত্যচিন্তা যেহেতু মূলত বাস্তববাদ-বিরোধী ছিল তাই এর কাছে আঙ্কিক প্রতর্কের নিজস্ব ভাষা এবং তার স্বয়ম্ভরতা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। স্বয়ংক্রিয় এবং স্বনির্ভর একটি গাঠনিক প্রতর্ক যা জাগতিক বাস্তবতার প্রতিবিশ্বনের উপর দাঁড়িয়ে নেই; এহেন আঙ্কিক বিন্যাস আধুনিকতাবাদী সাহিত্যের স্বপ্ন। মনঃসমীক্ষণ ঐতিহাসিকভাবে দেখতে গেলে এই সাহিত্যধারার আশেপাশেই গড়ে উঠছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। আধুনিকতাবাদী উপন্যাসে চরিত্রের মনোজগৎ নির্মাণ নিয়ে যে বিশেষ আগ্রহ লক্ষ করা যায় তা একভাবে মনঃসমীক্ষণকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে এধরনের সাহিত্যের বিশ্লেষণে। তবে প্রশ্ন হল গাণিতিক দর্শনের প্রশ্নটি লাকানীয় মনঃসমীক্ষণের মধ্য দিয়ে চালিত করে আধুনিকতাবাদী সাহিত্যে গাণিতিক সাংকেতিকতার আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা কী? আমার মনে হয় গণিতের মানবীয় দিকটি মানবতন্ত্রী (humanist) চিন্তায় ভেসে না গিয়েও ধরে রাখতে পারে মনঃসমীক্ষণ। মানুষ কীভাবে সংখ্যার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, যেমনটা বলতেন বিখ্যাত ভারতীয় গণিতজ্ঞ, এস রামানুজন? কেন সে শরীরের চলনকে আঙ্কিক বিন্যাসের মতো করে দেখে? অঙ্ক মানুষের মানসপটে কী ধরনের দাগছাপ রেখে যায়? আধুনিকতাবাদী সাহিত্যে মনোগণিতের এই ঝোঁক নিয়ে প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশে সংক্ষিপ্ত এক আলোচনা করতে চাই।

সামুয়েল বেকেটের *Malone Dies* (১৯৫১, ১৯৫৬) উপন্যাসে আমরা দেখি স্যাপোসক্যাট নামক এক চরিত্র যে মনে মনে সংখ্যা গুনতে ভালোবাসে। সে নিজেই এর নাম দেয় ‘মনোগণিত’—

He liked sums, but not the way they were taught. What he liked was the manipulation of concrete numbers. All calculation seemed to him idle in which the nature of the unit was not specified. He made a practice, alone and in company, of mental arithmetic. And the figures then marshalling in his mind thronged it with colours and with forms. (১৮০-১৮১)

এই ভাবনায় লক্ষণীয় হল গণিতের মধ্যে দিয়ে স্থিরতা তৈরির চেষ্টা, তাই গণনার একক (unit) স্থির করা জরুরী। মনোগণিতের মানবীয় দিকটি ধরা পড়ে যখন স্যাপোর মগজে সংখ্যা থেকে রং ও আকারের বিস্ফোরণ হয়।

জেমস জয়েসের *A Portrait of the Artist as a Young Man* (১৯১৬) আধুনিকতাবাদী সাহিত্যে শিল্পীমনের আত্মপ্রকাশ বিষয়ক এক 'kunstlerroman' যেখানে আমরা পড়ি স্টিফেন ডেডালেসের বড় হওয়া এবং লেখক হবার উপাখ্যান। জয়েসের প্রথম উপন্যাস থেকে একটি মুহূর্ত দেখা যাক যেখানে বন্ধুরা অঙ্ক করছে এবং স্টিফেনের মনোজগৎ সেই অঙ্ককে একভাবে গ্রহণ করছে :

The formula which he wrote obediently on the sheet of paper, the coiling and uncoiling calculations of the professor, the spectre-like symbols of force and velocity fascinated and jaded Stephen's mind. He had heard some say that the old professor was an atheist freemason. O the grey dull day! It seemed a limbo of painless patient consciousness through which souls of mathematicians might wander, projecting long slender fabrics from plane to plane of ever rarer and paler twilight, radiating swift eddies to the last verges of a universe ever vaster, farther and more impalpable. (২৩৭)

এই উদ্ধৃতিতে দেখা যায় গণিত কীভাবে মনোগণিত হয়ে উঠছে ইমাজিনারি প্রকল্পের সংস্পর্শে এসে। স্টিফেনের শিল্পীমন গণিতের সমীকরণে প্রেতস্থ অথচ গতিময় শব্দের বহুবর্ণময়, বহুসংবেদী এক চলন দেখছে; দেখছে অঙ্কের নিজস্ব চেতনার এক স্বাধীন লিখনময় দুনিয়া। কিন্তু এই দুনিয়া ততটা অর্থবহ নয়, যতটা দুর্বোধ্য, সুবিশাল, ধরাছোঁয়ার বাইরে। অথচ গণিতবিশ্বের এই রহস্যময় স্বাধীনতাই আকৃষ্ট করছে তাকে। অর্থাৎ ইমাজিনারি, সিম্বলিক এবং রিয়াল একভাবে গ্রন্থিত হয়ে রয়েছে গাণিতিক লিখনের এই মানবীয় প্রতিক্রিয়ায়।

অনেকগুলি বছর ও প্রজন্ম পেরিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার উপন্যাসিক জে এম কতজিয়ার 'kunstlerroman', *Youth* (২০০২) উপন্যাসে গণিত নিয়ে শিল্পী-কথকের কিছু দার্শনিক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা যাক। প্রথম পুরুষে লেখা এই আত্ম-অপর-জীবনী (কতজিয়ার ভাষায় 'autrebiography')-তে কথক এক জায়গায় বলে : "What draws him to mathematics, besides the arcane symbols, it uses, is its purity" (২২)। যে দুটি দিক এই নির্মীয়মাণ শিল্পীসত্তাকে টানছে তা হল গণিতের নিজস্ব ভাষা (arcane symbols) আর তার শুদ্ধতা যা জগতবিমুখ কারণ তা শুদ্ধ চিন্তার আত্মনির্ভর জগত নির্মাণে প্রয়াসী। এর পরের বাক্যে কথক তাই "pure thought" এর কথা বলছে। 'Pure

mathematics'-এ কতজিয়ার যুবা শিল্পী যে শাস্তি পায়, যে ছায়া পায়, তা 'applied mathematics'-এ নেই। কিন্তু জীবন ও জীবিকার তাগিদে তাকে IBM এর চাকরি করতে হয় যেখানে যন্ত্র-পুঞ্জির বাস্তবতা এক অতিস্থূল গাণিতিক ব্যবহারিকতার দুনিয়ায় নিয়ে গিয়ে ফেলে তাকে। অন্তর্হিত হয় গণিতের সুক্ষ্ম ভাষা, তার নিজস্ব জগত। গণিত এখানে চাপা পড়ে যায় সিম্বলিক-ইমাজিনারির ভারে। রিয়াল আত্মপ্রকাশ করে উঠতে পারে না।

মানুষের চলমান শরীর যে পথে চলেছে তার উপর নিজের রূপরেখা নির্মাণ করে এক ধরনের লিখন ঘটিয়ে থাকে। আমেরিকান আধুনিক সাহিত্যকার পল অসটারের *The New York Trilogy*-র প্রথম উপন্যাস *The City of Glass* (১৯৮৫)-এ কুইন এক ষড়যন্ত্র তত্ত্বের শিকার হয় রং নাশ্বার থেকে আসা এক ফোনকে কেন্দ্র করে। সে স্টিলম্যান বলে একটি লোককে রোজ শহর জুড়ে ফলো করে এই ভেবে যে তার কাছে ওর জন্য কোনো গুপ্ত সংকেত রাখা রয়েছে। কিছু না বুঝতে পেরে সে একে একে স্টিলম্যানের হাঁটার ম্যাপ বানাতে থাকে। ক্রমশ কুইনের মনে হতে থাকে প্রতিদিন স্টিলম্যানের হাঁটা গাণিতিক শরীরের ক্যালিগ্রাফিতে এক একটি অক্ষর সৃষ্টি করছে।



(স্টিলম্যানের দুদিনের হাঁটার শরীর মানচিত্র : ডব্লিউ এবং ই অক্ষরের মতো)

এইভাবে প্রাপ্ত অক্ষরমালায় (OWEROFBAB) সে 'tower of babel' এর গুপ্ত চিহ্নে পৌঁছে গিয়েও তারপর আত্ম-উপলব্ধিতে ফিরে এই উন্মাদ পাঠ বন্ধ করে দেয়। মানুষের চলমান শরীর এখানে গাণিতিক চিহ্ন হয়ে ওঠে কুইনের প্যারানোইয়ার কারণে। শারীরিক গণিত এভাবেই মনঃসমীক্ষণের পরিসরে চলে আসে। অতিরিক্ত অর্থের খোঁজ এক ম্যানিয়া যা শরীরের গণিতায়ন ঘটায় কিন্তু তা কোনো অর্থবহ বাক্য নির্মাণ করতে না পেরে রিয়ালের দুর্ভাগ্য এসে ঝেমে যায়।

স্যামুয়েল বেকেটের লেখায় গাণিতিক বিন্যাসের কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে লেখা শেষ করবো। প্রথম পর্বের উপন্যাস *Murphy* (১৯৩৮) থেকে একটি মুহূর্ত তুলে ধরা যাক যেখানে মারফি পাঁচটি বিস্কুট ঠিক কতগুলি ক্রমে (order) খাওয়া যায়, এই গাণিতিক অবসেশনে মগ্ন :

Murphy receded a little way into the north and prepared to finish his lunch. He took the biscuits carefully out of the packet and laid them face upward on the grass, in order as he felt of edibility. They were the same as always, a Ginger, an Osborne, a Digestive, a Petit Beurre and one anonymous. He always ate the first-named last, because he liked it the best, and the anonymous first, because he thought it very likely the least palatable. The order in which he ate the remaining three was indifferent to him and varied irregularly from day to day. On his knees now before the

five it struck him for the first time that these prepossessions reduced to a paltry six the number of ways in which he could make this meal. But this was to violate the very essence of assortment, this was red permanganate on the Rima of variety. Even if he conquered his prejudice against the anonymous, still there would be only twenty-four ways in which the biscuits could be eaten. But were he to take the final step and overcome his infatuation with the ginger, then the assortment would spring to life before him, dancing the radiant measure of its total permutability, edible in a hundred and twenty ways! (৯)

এখানে 'কম্বিনেটরিয়' নামক গাণিতিক সিস্টেম উঠে আসছে সাহিত্যে। কিন্তু এই গণিত মনোগণিত : অবসেশনের নামান্তর। বেকেট এই অবসেশন থেকে অবশ্য এক ধরনের কম্বিনেটরিয় সৃষ্টি করছেন। মারফি একটি বিশেষ ক্রমে বিস্কিটগুলি খেতে অভ্যস্ত কিন্তু সে অভ্যাস বজায় রাখলে সম্ভাবনার সংখ্যা মাত্র দুই। তাই এক এক করে সে বাকি ৩টি বিস্কিটকেও এই গাণিতিক খেলায় নিয়ে আসে, যাতে সম্ভাবনার সংখ্যা ফ্যাক্টোরিয়াল নিয়মানুসারে ১২৪ হয় ৫টি বিস্কিটের ক্ষেত্রে $(১ \times ২ \times ৩ \times ৪ \times ৫ = ১২৪)$ । মজার ব্যপার হল শেষপর্যন্ত এক কুকুর মারফির চারটি বিস্কিট খেয়ে নেওয়াতে শুধুমাত্র একটি বিস্কিট রয়ে যায় যার সেবন-সম্ভাবনাও মাত্র ১। ১২৪ থেকে এই একলা ১-এ ফিরে আসা ইঙ্গিত করে যায়, কোনো গাণিতিক পরিকাঠামোর উর্ধ্বসীমায় পৌঁছানো সবসময় সম্ভব নয়। রিয়ালের অসম্ভব ১ ইঙ্গিত হয়ে রয়ে যায় এখানে ফ্যাক্টোরিয়াল অনুযায়ী $১ \times ১ = ১$ । ইউনারি সংখ্যার সিরিজে চলে এসেছি আমরা। ফ্রেগের শূন্য এক হয়ে ফিরে এসেছে কিন্তু এই একের কোনো দুই নেই, কোনো succession নেই।

মারফির বিস্কিটের সমতুল্য আরেকটি মুহূর্ত রয়েছে *Molloy* (১৯৫১, ১৯৫৫) উপন্যাসে যেখানে সমনামী নায়ক চারটি পকেট জুড়ে ষোলটি 'sucking stones' নিয়ে কমিক কম্বিনেটরিয় গাণিতিক খেলায় মেতে ওঠে। সে চিন্তা করে কীভাবে পাথরগুলোকে পকেটে পকেটে বণ্টন করবে যাতে প্রতিবার একটি নতুন না চোষা পাথর প্রথমবারের জন্য চুষতে পারে। ফ্রেডের অরাল অবজেক্টের বাইরেও এখানে আবার সম্ভাব্যতার গাণিতিক বিন্যাসে অংশ নেয় বেকেটের অবসেশনাল হিউম্যান সাবজেক্ট। এই পরিস্থিতিতে যে গাণিতিক সমস্যা দেখা দেয় তা হল নিম্নরূপ :

Taking a stone from the right pocket of my greatcoat, and putting it in my mouth, I replaced it in the right pocket of my greatcoat by a stone from the right pocket of my trousers, which I replaced by a stone from the left pocket of my trousers, which I replaced by a stone from the left pocket of my greatcoat, which I replaced by the stone which was in my mouth, as soon as I had finished sucking it. Thus there were still four stones in each of my four pockets, but not quite the same stones. And when the desire to suck took hold of me again, I drew again on the right pocket of my greatcoat, certain of not taking the same stone as the last

time. And while I sucked it I rearranged the other stones in the way I have just described. And so on. But this solution did not satisfy me fully. For it did not escape me that, by an extraordinary hazard, the four stones circulating thus might always be the same four. (৬৪)

আবারও অবসেশনাল সমস্ত সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে চায় আর তা সম্ভব হবে না ভেবে আশঙ্কিত হয়ে পড়ে। মলয় যে ১৬টা পাথরই চুষছে তা একেবারে নিশ্চিত করতে তার চাই ১৬টা পকেট যা তার নেই। অথবা তাকে ১২টা পাথর ফেলে দিতে হয়। সেটা করতে মলয় রাজী নয়। সে পাথরগুলোকে নিয়ে বারবার শাফল করতে থাকে, তাও শাস্তি পায়না। একবার ভাবে সেলাই করে চারটে পকেটকে আধাআধি ভাগ করে আটখানা পকেট বানাবে। তাও বিশেষ স্বস্তি দেয় না তাকে। তারপর চারের ইউনিটে এক একবার চারটে করে পাথর নিয়ে পকেট অদল বদল করতে শুরু করে। বেকেটের গদ্য এই গাণিতিক পুনরাবৃত্তির শৈলী ধারণ করে তবে চারে চারে খেলেও মলয়ের লাভ হয়না—

For if I was certain of finding each time, in the right pocket of my greatcoat, four stones totally different from their immediate predecessors, the possibility nevertheless remained of my always chancing on the same stone, within each group of four, and consequently of my sucking, not the sixteen turn and turn about as I wished, but in fact four only, always the same, turn and turn about. (৬৪)

মলয় ভাবে অন্তত আটখানা পকেট থাকলেও নিরাপদে আটখানা পাথর চুষেছে একথা নিশ্চিত করে বলতে পারতো। কিন্তু তাও বলা যাচ্ছে না হলফ করে। আর তাছাড়া সে ১৬টা পাথরই চুষতে চায়। একসময় মলয় ভাবে, ১২টা পাথর ফেলে দেবে; সেও হবে একপ্রকার সমাধান। তারপর তার মাথায় আসে আরেক সমাধানসূত্র। সে ভাবে ১৬টা পাথর আর ৪টে পকেট মানেই প্রতি পকেটে চারটে পাথর রাখতে হবে এমনটা তো নয়! এখানেই তো তার ভুল হচ্ছিল! ভাগশেষ রাখতে না চেয়ে সমবন্টন করছিল সে। অসম বন্টন করে দেখবার পালা। এবার যে প্রস্তাবিত সমবন্টন সে পাঠকের কাছে তুলে ধরে তা এইরকম :

Six stones in the right pocket of my greatcoat, or supply-pocket, five in the right pocket of my trousers, and five in the left pocket of my trousers, that makes the lot, twice five ten plus six sixteen, and none, for none remained, in the left pocket of my greatcoat, which for the time being remained empty. (৬৬)

এরপর আরও এক বিস্তারিত বিবরণে মলয় আমাদের দেখায় যে এবার সে নিশ্চিত হতে পারছে যে প্রতিটা পাথরই সে চুষেছে। এই বিবরণের একাধিক সিরিজের গাণিতিকতা সে চিন্তার মাধ্যমে স্থির করে। মারফি না পারলেও মলয় অতএব অবসেশনালের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারছে, সকল সম্ভাবনা নিঃশেষিত করে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই সমাধানসূত্র তখনই তৈরি হল যখন সে একটি পকেটকে ফাঁকা রাখার সিদ্ধান্ত নিল। একটি ফাঁকা পকেটের 'empty set' এক ধরনের রিয়াল যার দ্বারা সীমায়িত হয়ে ফাংশান করছে ৩ টি পকেট এবং

১৬ টি পাথরের এই গাণিতিক বিন্যাস। গাণিতিক বিন্যাস এখানে অরাল অবজেক্টের মানবীয় ইচ্ছার সাহচর্যে উঠে এসেছে। তা কেবল আবয়বিক নয়। ইচ্ছার প্রেক্ষাপটে মনঃসমীক্ষণের ধারণাগুলি তাই বিশেষ প্রাসঙ্গিক।

How It Is (১৯৬১) উপন্যাস সম্পর্কে দু'একটি কথা বলে ইতি টানবো। এটি বেকেটের দুঃসহ্যতম টেক্সটগুলির একটি। আমার বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই উপন্যাসে ব্যবহৃত গাণিতিক বিন্যাসের বহুমাত্রিক লাকানীয় বিশ্লেষণ রয়েছে। পাঠককে পড়ে দেখতে অনুরোধ করবো। এখানে একটি-দুটি কথার বেশি বলার সুযোগ নেই। এই উপন্যাসে অন্ধকার কর্দমাক্ত এক ছায়াপৃথিবীতে বৃকে হেঁটে এগোয় কৃমির মতো মানুষের দল। উপন্যাসের প্রথমভাগে হামাগুড়ি দিতে দিতে একা কথক ভাবে উপরের এক প্রজ্বলিত জগতের কথা, তবে সেসব তার কাছে অন্য দুনিয়ার স্বপ্ন মনে হয়। কখনো সরল, কখনো বক্ররেখায় চলে গণিতায়িত জ্যামিতিক শরীর। দ্বিতীয় ভাগে সে দেখা পায় আরেক হামাগুড়ি দেওয়া প্রাণীর, যে কাদায় থেমে গেছে। কথক তাকে 'torment' করে। এই অত্যাচারের গাণিতিক রিচুয়াল হল অপরের শরীরে নখ দিয়ে লেখা ইত্যাদি। *How It Is* এই শরীরে লিখিত শব্দগুলিকে আলাদা করে তুলে ধরার জন্য ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করে। ছেদ-যতিচিহ্নহীন এই উপন্যাসে ক্যাপিটাল লেটার আরও নজর কাড়ে।

তৃতীয় ভাগে এসে বৃহৎ সংখ্যা পরম্পরার পাটিগণিত ব্যবহার করে বেকেটের কথক কর্দমাক্ত নারকীয় এই জগতে বৃকে হেঁটে চলা কৃমি মানুষের এক অনন্ত সিরিজ নির্মাণ করে গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগ করে। এখানে সবাই অত্যাচার করে, সবাই অত্যাচারিত হয়। সকল অত্যাচারীর নাম বম, আর সকল অত্যাচারিতের নাম পিম। অত্যাচার করার পর থেমে যেতে হয়। প্রথম পর্বে অত্যাচারিত হবার পর কথক বম হয়ে তার স্থবির ভিকটিম পিমের দিকে যাচ্ছিল। পিম তখন বম হয়ে আরেকজনকে অত্যাচার করে নিজে কাদায় থমকে গেছে। দ্বিতীয় ভাগে কথক বম তার পিমকে অত্যাচার করে। আর তৃতীয় ভাগে সে নিজে কাদায় থমকে গিয়ে অনন্ত সিরিজের অসংখ্য হামাগুড়ি দেওয়া মানুষের পাটিগণিতে মন দেয় : 'at the instant I reach Pim another reaches Bem' [এরপর বেসিক ইউনিট চার থেকে তিনে নেমে আসে (পিম-বম-পিম) এবং বেম নামক এই চতুর্থ এককের অস্তিত্ব খণ্ডন করে টেক্সটের যুক্তি]:

we are regulated thus our justice wills it thus fifty thousand couples again at the same instant the same everywhere with the same space between them it's mathematical it's our justice in this muck where all is identical our ways and way of faring right leg right arm push pull. (৯৭)

এই অত্যাচারী পৃথিবীর গাণিতিক যুক্তি হল সকল অত্যাচারিতের অত্যাচার করার সুযোগ আসে অত্যাচারিত হবার অব্যবহিত পরেই। কিন্তু কোনো ভিকটিম তার নিজের টরমেন্টারকে অত্যাচার করতে পারে না। সুবৃহৎ সংখ্যারশি নিয়ে লোফালুফি করে শেষে কথক জানায় তারা অসংখ্য এবং অসংখ্য হওয়াই এখানে নৈতিক। এই সিরিজকে সংখ্যা দিয়ে বেঁধে দিলে প্রথমজনের আর শেষ জনের কোনো পার্টনার থাকবে না আর নিয়ম হল এই বিশাল সিরিজে কোনো একজনের সঙ্গেও অন্যান্য করা সম্ভব নয়। এখানেই সংখ্যার ওপর

রিয়ালের জিত। অথচ এই রিয়াল গণিতের রাজ-নৈতিক তথা মানবীয় দিকটি 'mathematical justice'-এর ধারণায় বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়।

আমার বইয়ের অধ্যায়টিতে দেখিয়েছি কীভাবে *How It Is*-এ দুই তৈরি হয় কেবলমাত্র তিন সংখ্যার তৃতীয়তা থেকে। বইতে আলোচনা করেছি এই অনন্ত রৈখিকতা কীভাবে সমানুপাতিক হয়ে ওঠে উপন্যাসের তিনটি পর্বের অনন্ত বৃত্তের পুনরাবৃত্তির সঙ্গে। এভাবে সমগ্র গ্রন্থ জুড়ে বৃত্ত এবং অনন্ত রেখার একত্রে এক বরমিয়ান ফর্ম তৈরি হয়েছে। সেই সুদীর্ঘ জটিল বিশ্লেষণে এখানে যাওয়া যাবে না। আপাতত শেষ করবো *How It Is* এর সমাপ্তিপর্ব থেকে লাকানীয় রিয়াল লেটারের এক দৃষ্টান্ত দিয়ে। উপন্যাসের শেষ কয়েকটি পাতায় পৌঁছে আমার দেখি কথক কর্দমাক্ত অঙ্ককারে অন্তহীন কৃষি-মানুষের হামাগুড়ি মিছিলকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু যেসময় সে একা, অনেক নয়, এই ঘোষণা করছে, তার কথনে ঠিক তখনই ফিরে আসছে রোমান ক্যাপিটালস। অর্থাৎ সে নিজেকে একা বললেও তার শরীরের ওপর এসে লিখতে শুরু করেছে তার বম :

never crawled no in an amble no right leg right arm push pull ten yards fifteen yards no never stirred no never made to suffer no never suffered no answer NEVER SUFFERED no never abandoned no never was abandoned no so that's life here no answer THAT'S MY LIFE HERE screams good. (১২৮)

এখানে সিগ্নিফায়ার আর লেটারের ফাঁকটিকে কাজে লাগাচ্ছে বেকেটের টেক্সট। শব্দের অর্থ এক কথা বলছে (আমি একা) আর শব্দশরীর (ক্যাপিটালস) বলছে অন্যকথা (আমি একা নই, আমরা অনেক)। গাণিতিক বিন্যাসে মগ্ন এই উপন্যাস এখানে লেটারের গাণিতিক ভাষাশরীরের মাধ্যমে চিহ্নিত করছে এমন এক অদম্য কন্ট্রাডিকশনকে (আমি একা এবং অনেক) যা রিয়াল। মনো-শরীরের গাণিতিক বিন্যাসের প্রান্তসীমায় উঁকি মারছে এক চিলতে রিয়াল যেখানে হ্যাঁ আর না এক হয়ে পরস্পর বিরোধী। একই শব্দের দুই পিঠে পরিপন্থী হয়ে বসছে সিগ্নিফায়ার আর লেটারের এই রিয়াল দুরভিসন্ধি।

সুতরাং এই প্রবন্ধে আমরা দেখলাম অস্তিম পর্বের লাকানীয় মনঃসমীক্ষণে গাণিতিক বিন্যাসের বহুমুখী প্রয়োগের দার্শনিক যৌক্তিকতা। জ্যামিতি, পাটিগণিত, সংখ্যাতত্ত্ব—ইত্যাদি নানা গাণিতিক ফর্ম কীভাবে অবচেতন মনে ভাষার গাণিতিক তথা যৌক্তিক লিখন তুলে ধরছে এবং অধরা রিয়ালকে একটি অঙ্কবিন্দুর কুহরের মতো করে ধরতে পারছে ফর্মের স্তরে। মনো-শরীরের নানা উপসর্গ, অবসেশন, ম্যানিয়া, ভাষায় ইচ্ছার চলন, শরীরে সংখ্যার চিহ্নয়ন এসব প্রেক্ষিত আধুনিক সাহিত্যে গাণিতিক বিন্যাসের মোটিফকে লাকানীয় মনঃসমীক্ষণের আঙ্গিকে মূল্যবান বিশ্লেষণবস্তু করে তুলছে। বাংলা ভাষায় যতটুকু লাঁকা চর্চা হয়ে থাকে তাতে অস্তিম পর্বের লাকানীয় আঙ্গিক দর্শন থেকে মনঃসমীক্ষণ এবং সাহিত্যের আলোচনা একেবারেই অনুপস্থিত। তাই এই লেখা বিশেষ জরুরী মনে হল।

পাঠসূত্র

অসটার, পল। *দ্য নিউইয়র্ক ট্রিলজি*। লন্ডন : ফেবার, ১৯৮৭।

বেকেট, স্যামুয়েল। *থ্রি নভেলস* : মলয়, ম্যালোন ডায়েজ, দ্য আননেমেবল। লন্ডন ও নিউইয়র্ক : গ্রোভ, ২০০৯।

বেকেট, স্যামুয়েল। *মারফি*। লন্ডন : ফেবার, ২০০৯।

বেকেট, স্যামুয়েল। *হাট ইট ইজ*। লন্ডন : ফেবার, ২০০৯।

কতজিয়া, জে এম। *ইউথ*। লন্ডন : ভিনটেজ, ২০০৩।

ফ্রয়েড, সিগমুণ্ড। *কমপ্লিট ওয়ার্কস*। ইভান স্মিথ : ২০১০, ওয়েব।

জয়েস, জেমস। *আ পোর্টেট অফ দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ আ ইয়ং ম্যান*। প্ল্যানেট ইবুক্স। ওয়েব।

লাঁকা, জাক। *এফ্রি*। অনুবাদ : ব্রুস ফিঙ্ক। লন্ডন ও নিউইয়র্ক : নরটন। ২০০৬।

লাঁকা, জাক। *সেমিনার ৯*। সম্পাদনা, জাঁক আলে-মিলের। অনুবাদ : মারটিন গ্যালাগার। ওয়েব।

লাঁকা, জাক। *সেমিনার ১০*। সম্পাদনা, জাঁক আলে-মিলের। অনুবাদ : এ আর প্রাইস।
কেমব্রিজ : পলিটি, ২০১৪।

লাঁকা, জাক। *সেমিনার ১২*। সম্পাদনা, জাঁক আলে-মিলের। অনুবাদ : মারটিন গ্যালাগার।
ওয়েব।

লাঁকা, জাঁক। *সেমিনার ১৯*। সম্পাদনা, জাঁক আলে-মিলের। অনুবাদ : এ আর প্রাইস।
কেমব্রিজ : পলিটি, ২০১৮।

লাঁকা, জাক। *সেমিনার ২০*। সম্পাদনা, জাঁক আলে-মিলের। অনুবাদ : ব্রুস ফিঙ্ক। লন্ডন ও
নিউইয়র্ক : নরটন, ১৯৯৮।

লাঁকা, জাক। *সেমিনার ২১*। সম্পাদনা, জাঁক আলে-মিলের। অনুবাদ : মারটিন গ্যালাগার।
ওয়েব।

লাঁকা, জাক। *সেমিনার ২২*। সম্পাদনা, জাঁক আলে-মিলের। অনুবাদ : মারটিন গ্যালাগার।
ওয়েব।

লাঁকা, জাক। *সেমিনার ২৩*। সম্পাদনা, জাঁক আলে-মিলের। অনুবাদ : এ আর প্রাইস।
কেমব্রিজ : পলিটি, ২০১৬।

লাঁকা, জাক। *সেমিনার ২৫*। সম্পাদনা, জাঁক আলে-মিলের। অনুবাদ : মারটিন গ্যালাগার।
ওয়েব।